প্রথম অধ্যায়

বীতশোক ভট্টাচার্য : জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি

(ক) জীবনপঞ্জি

ভারতবর্ষের মাটিতে আবির্ভূত বিদ্যোৎসাহী, বিশিষ্ট সুপণ্ডিত, মনীষাবিদগ্ধ কবি বীতশোক ভট্টাচার্য। তিনি নিজ কর্মযজ্ঞে সমাজ, দেশ ও দশের কল্যাণসাধনে ব্রতী হয়ে সবকালের সর্বযুগের মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন, হয়ে উঠেছেন বিভিন্ন প্রজন্মের পথপ্রদর্শক। তাঁর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান এবং চিন্তাধারার গভীরতাকে বুঝতে হলে কবির জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। কারণ তাঁর জীবনী শুধু সমকালকেই আলোকিত করেনি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চলার পথকেও আলোকিত করতে পারে। কবির এক জীবনের কিছু ঘটনা ও লেখার কালানুক্রম:

১৯৪২ : কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের জন্ম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে। তাঁর প্রকৃত নাম অশোক ভট্টাচার্য। লেখক নাম / ছদ্মনাম বীতশোক ভট্টাচার্য। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের পিতামহ নন্দকিশোর ভট্টাচার্য চট্টগ্রামে পোর্টে কাজ করতেন। ১৯৪২-এ ৫৫ বছর বয়সে বিভাগীয় হেড ক্লার্ক পদে অবসর পান। পিতামহ নন্দকিশোর ভট্টাচার্য, পিতামহী চপলা ভট্টাচার্যের চার পুত্র, চার কন্যা।

১. সমরেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

২. অমরেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

৩. মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য

৪. মাধবেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

৫. জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য

৬. লীলা ভট্টাচার্য

৭. মাধুরী ভট্টাচার্য

৮. দীপ্তি ভট্টাচার্য

পাহাড়, সমুদ্রে, অরণ্যে ঘেরা মনোরম চট্টগ্রামে বরমা শঙ্খনদীর কাছে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে ওনারা থাকতেন।

১৯৪৭-৪৮: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মর্মন্তুদ দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের দাদু, ঠাকুমা, বাবা (সমরেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য), মা (ইলা ভট্টাচার্য), কাকুরা প্রত্যেকেই তাঁর বাবার কর্মসূত্রে ১৯৪৭-৪৮ সালে মেদিনীপুরে আসেন। ওনারা রাঢ়ী, সামবেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রের হলেও উনাদের আদি নিবাস হয়তো রাঢ়বঙ্গে।

১৯৫১: ৩ জানুয়ারী (বিদ্যালয়ের তথ্য অনুসারে তখন শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারী - ডিসেম্বর) আসলে ৩ বৈশাখ, এপ্রিলের ২য় পক্ষে কবির জন্ম, পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সদর শহর মেদিনীপুরের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে 'মাতৃসদনে'[১] (এখন নেই), ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারে। তখন পাড়া / এলাকা হবিবপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। পিতা সমরেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, মাতা ইলা ভট্টাচার্য। পিতা সমরেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য বি.এ পাশ করার পর কিছুদিন সরকারী কাজ করেন। পরে বেসরকারী কাজে নিযুক্ত হন। কবির অন্নপ্রাশন হবিবপুরে ধূমধাম করে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ে সম্পন্ন হয়। ঐ অনুষ্ঠানে দূর দূরান্তের আত্মীয় বন্ধু প্রত্যেকেই যোগ দিয়েছিলেন। ঐ আনন্দের দিনেও অঘটন ঘটে। ঐ দিন কবির হাতের আংটি খোওয়া যায়। অনেকের অনুরোধে কৌতূহলে 'নখদর্পণ' নামে হাস্যকর অনুষ্ঠানেও মূল্যবান স্বর্ণাঙ্গুরীয় অপহারক জালে ধরা পড়ে না।[২]

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের পরিবারে দু'ভাই, দু'বোন —

১. অশোক ভট্টাচার্য

২. নমিতা ভট্টাচার্য

৩. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

৪. সবিতা ভট্টাচার্য

কবি সকলের বড়। পীযূষ ভট্টাচার্য, প্রভাস ভট্টাচার্য, সোমা দে ওই পরিবারেরই আরও দু'ভাই, এক বোন কেও কখনও আলাদা করে দেখতেন না। তাঁদের পরিবার এখনও যৌথ পরিবার।

১৯৫২: মেদিনীপুরের হবিবপুর থেকে মেদিনীপুরের বল্লভপুরের 'যতীন্দ্র কুটির' নামে

ভাড়াবাড়িতে সকলেই আসেন। এখানে কিছুদিন বৈদ্যুতিক আলো দেখেন। পরে আবার হ্যারিকেনের আলো।

১৯৫৪-৫৬: হাতে খড়ি বাড়ীতে, দাদুর হাতে। কবির বিদ্যারম্ভও বাড়ীতে, দাদুর কাছে। উনিই তাঁর প্রথম শিক্ষক। দাদু ও বাবার চমৎকার ভাষাজ্ঞান কবিকে প্রভাবিত করে।[৩]

১৯৫৭ : মেদিনীপুরের সাহাভড়ং বড়বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (যা গোপী পাঠশালা নামে পরিচিত ছিল) প্রথম শ্রেণীতে পাঠ্যারম্ভ। এখানে অসামান্য কৃতিত্বে ডবল প্রোমোশান এবং প্রাইমারির বৃত্তি পান। এই সময়ই হঠাৎ মৃত্যু ঘটে কবির পিতামহ নন্দকিশোর ভট্টাচার্যের। অতি আপন একজনকে হারানোতেই মৃত্যুর সঙ্গে কবির প্রথম ও অস্ফুট পরিচয় হয়। যদিও মৃত্যু সম্পর্কে তখনও ঠিক জ্ঞান হয়ে ওঠেনি।

১৯৫৮ : মাতা ইলা ভট্টাচার্য মাত্র ২৮ বছর বয়সে দুই ভাই, দুই বোনকে রেখে মারা যান। প্রাণ উজাড় করা হাহাকার যে কী, যা এই পৃথিবীর প্রবহমান কালের প্রধান সত্য, তারও সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয়। রাত্রির অন্ধকারে চোখ ধাঁধানো একটা আলো এক মুহূর্তের জন্য দপ করে জ্বলে উঠে নিভিয়ে গেলে যেমন হয় পিতামহের মৃত্যু কবির কাছে ঠিক এরকমই মনে হয়েছিল। মার অকাল মৃত্যুও কবির বালক মনে ছাপ ফেলে। পরবর্তী সময়ে হস্তাক্ষরের খাতায় তিনি লিখেছিলেন 'মাতৃহীন গৃহ গৃহই নয়'।[৪]

১৯৫৯ : পিতামহী চপলা ভট্টাচার্য যাঁকে কবি দাদী বলতেন, কবিকে, কবির ভাই বোনদের ছেড়ে চলে যান ৫৯ বছর বয়সে। অসামান্যা দীপ্তিময়ী নারী ছিলেন, ছিলেন স্নেহশীলা। সে যুগে উনি নির্ভুল বাংলায় চিঠি লিখতে পারতেন। মা, ঠাকুমার অকাল মৃত্যু ওঁদের বিপর্যস্ত করে।[৫]

১৯৫৯-১৯৬৭ : পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন। নবম-একাদশ কলাবিভাগের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ে বরাবরই প্রথম স্থান ধার্য ছিল। তাঁর পিতার বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ইতিহাসে ছিল অসামান্য দখল। পিতার দ্বারাও কবি কিছুটা প্রভাবিত হন, যদিও অন্নসংস্থানের তাগিদে পিতা নিজে তেমন দেখাশোনা করতে পারতেন না, তবুও স্কুলে তিনি চমকপ্রদ সাফল্য পেতে থাকেন। স্কুলের দেওয়াল পত্রিকা, হাতে লেখা বার্ষিক পত্রিকা ছাপা 'আলো'[৬] পত্রিকাতে তিনি লিখতে থাকেন। ১৯৬৬তে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক পত্রিকা 'আলো'তে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ রচনা 'নতুন বাংলা সমালোচনা'[৭] শিরোনামে রচনাটি প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ সালে প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে বিদ্যালয়ের 'আলো'

পত্রিকাতে লেখেন 'বিদেশীফুলের গুচ্ছ' নামক কবিতা ('বন্দী', 'অ্যালব্যাট্রস', 'হত্যাকারীর মৃত্যু') এবং 'সমালোচনা ও প্রগতি' নামক প্রবন্ধ।[৮] কবির ভাষার উপর দখল ছিল অসামান্য। হস্তাক্ষরও ছিল চমৎকার। রবীন্দ্রগবেষক অনুত্তম ভট্টাচার্য ছিলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট বিদ্যালয়ের শিক্ষক। যখন দশম শ্রেণিতে পড়েন তখন হোমটাস্কের খাতায় পুরোপুরি দীর্ঘ কবিতায় বাংলা রচনা লিখে শিক্ষক মহাশয়কে বিস্মিত ক'রে দেন।[৯] বিদ্যালয় জীবন থেকেই পাঠাগারে ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। অসম্ভব দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া করেন। ১৯৫৭তে দাদুর মৃত্যু, ১৯৫৮তে মা'র, ১৯৫৯-এ ঠাকুমার (দাদীর) মৃত্যু, চরম দারিদ্র্য কবিকে অনমনীয় জেদে পড়া চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। অসুখ, অপুষ্টি তাঁকে তীব্র অনুভূতিপ্রবণ এবং অভিমানী করে তোলে। বই-খাতা অপর্যাপ্ত, হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় ৩-৪জন ভাইবোনের একসঙ্গে পড়া, তবু ফলে এক নম্বর। অঙ্ক বিষয়ে তেমন উৎসাহ কবির ছিল না। একাদশ শ্রেণির বোর্ডের ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে তিনি গুরুতর অসুস্থ হন। স্নেহশীল পারিবারিক চিকিৎসক, নামী বিশেষজ্ঞও কবি বীতশোক ভট্টাচার্যকে পরীক্ষায় বসার মত উপযুক্ত করতে পারেন নি। তবুও উনি নাছোড়বান্দা। যথেষ্ট কষ্ট করেই উনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯৬০ দশাব্দের শেষভাগে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরে আসেন। কবির 'জঙ্গল সাঁওতাল'[১০] কবিতা পড়ে মুগ্ধ হন। তিনি পরামর্শ দেন কবির নাম পরিবর্তন করার।

১৯৬৭-৭০ : মেদিনীপুর কলেজে বি.এ.(বাংলা) ভর্ত্তি হন। ঐ সময় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুব কম জন বাংলা নিয়ে পড়ত।অধিকাংশই পড়ত তারা অর্থনীতি অথবা ইংরেজী অথবা গণিত। আরো আগে দর্শন বা ইতিহাস। কিন্তু অন্য সুপ্রচলিত লাইনে যাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অন্তরের তাগিদে বাংলা পড়তে কবি বীতশোকই অনন্য। কলেজে প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠতে খুব কম সময়ই লেগেছিল।

১৯৬৯ : জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতা : 'কখনো পাগল' ১৮ বছর বয়স অর্থাৎ ১৯৬৯ এ কবির প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়।[১১] বি.এ. পরীক্ষার সময় ঢালাও টোকাটুকি দেখে উনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরীক্ষায় আর বসবেন না বাড়িতে একথা জানালে বাড়ির প্রত্যেকেই খুব চিন্তাগ্রস্ত হন। পরে প্রত্যেকের অনুরোধে পারিবারিক অসুবিধার কথা ভেবে বি.এ. পাশ করলেই যথেষ্ট এ সান্ত্বনা নিয়ে পরীক্ষা দেন। বি.এ. অনার্স পাশ করেন। ১৯৬৮-৬৯এর সময় তিনি অশোক ভট্টাচার্য থেকে হলেন

বীতশোক ভট্টাচার্য। ১৯৭০ সালে মেদিনীপুর কলেজ থেকে বাংলা সাম্মানিক সহ স্নাতক হন।

১৯৭১-৭৪ : নোট বা অর্থপুস্তকের পরিধি ছাড়িয়ে বিষয় সম্পর্কে কবির ছিল সহজাত সৃজনশীল দক্ষতা। কলেজ জীবনে পাঠ্যবই কিনতে না পেরেও কোন সহায়তা না পেয়েও কলেজ উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.তে ভর্ত্তি হন। মেদিনীপুর থেকে বাসে খড়্গপুর, ওখান থেকে রেলে মাসিক টিকিটে হাওড়া, স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে বা ট্রামে/বাসে করে কলেজ স্ট্রিট। রোজ বরাদ্দ দু'টাকায় বাসভাড়া দু'বার, ট্রাম/বাসে দুবার চড়লে খরচ হওয়ার পর ৪০-৫০ পয়সা থাকত। এ পয়সা দিয়েই তিনি ফুটপাথের স্টলে সেকেণ্ড হ্যান্ড বা পুরানো কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পের বই কিনতেন। এই সময়ের দুটো ঘটনা কবির জীবনে খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রথমত: ছাত্র হয়ে সাহিত্যিক অধ্যাপকের একটা ভুল ধরে দেওয়া, বই এর উল্লেখে প্রমাণিত করা কবিকে সাধুবাদের পরিবর্তে অপমানিত করে।

দ্বিতীয়ত: এম.এ. পরীক্ষায় ৮টি পত্রের সম্ভবত ৪টি পত্রে গুরুতর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ডা. বিমলেন্দু বিকাশ সাহা এবং বাড়ির সেজকাকুর তৎপরতায় পরীক্ষা দিয়ে এম.এ. তে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন পড়ে থাকা রৌপ্য পদক নিয়ে যাওয়ার জন্য চিঠি দিলে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এড়িয়ে যান। বাড়ির কাকু চিঠিও অথরাইজেশান্ নিয়ে যেতে চাইলে তাকেও দমিয়ে দেন। রৌপ্যপদক গ্রহণ করেন নি।

১৯৭২ : ১৯৭২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরীক্ষার ফল বেরিয়েছিল ১৯৭৪ সালে। এই সময়েই মণীন্দ্র গুপ্ত ও রঞ্জিত সিংহ সম্পাদিত 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনে কবির ছয়টি কবিতা স্থান পায়।[১২]

১৯৭৩ : এ সময়ে সুজিত বসু, বিপ্লব মাজি, বীতশোক ভট্টাচার্য এবং অংকুর সাহা চারজন মিলে 'ঝরোখা-১' কাব্যগ্রন্থ বের করেন।[১৩]

১৯৭৪ - ৭৫: ১৯৭৪ এর আগস্টে প্রকাশিত 'তিনজন কবি' বইয়ের অন্যতম কবি হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ২৩ বছর বয়সে। মণীন্দ্র গুপ্তের 'পরমা' প্রকাশিত 'তিনজন কবি' কবিতা সংগ্রহে একসঙ্গে ৩৮টি কবিতা প্রকাশিত হয়। অন্য দুজন কবি হলেন রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী ও মণীন্দ্র গুপ্ত। এই সময়ে তিনি বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।ক্লাস নেওয়ার প্রথম দিন বোধ হয় দুষ্টুমি করে কোন ছেলে পাশে বেঙ্গল ইমিউনিটির দিকে তাঁর ডাস্টার / চক ফেলে দিলে তিনি ছেলেটিকে শাদা দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়

করিয়ে দেন। এ ছিল কবির শাস্তি দেওয়ার কৌশল। গল্প বলার ক্লাসে রুশ সাহিত্যিকের একটা মানুষের কতটা জমি দরকার এ বিষয়ে চমৎকার গল্পে ক্লাস নিলে পরিচালকের মৃদু অনুযোগ কবিকে শুনতে হয়। তাঁদের বক্তব্য ছিল দেশীয় উপাদানের গল্প বা পটভূমিকা এসব গ্রহণ করলে আরো ভালো হত। যাইহোক অল্প সময় শিক্ষকের পদে থাকলেও তাঁর যাবতীয় দায়িত্ব বিচক্ষণতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করেন। ইতিমধ্যে কলেজ থেকে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ আসে।

১৯৭৬-৭৮ : প্রথম অধ্যাপনা কোচবিহার বি.এন. শীল কলেজ। কোচবিহার সরকারী কলেজে প্রথম দিন থেকেই অধ্যাপক হিসেবে তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। পাঠদানের সময় জটিল বিষয়কে সহজ-সরল-প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করে সেই বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে গভীর অনুরাগ জাগিয়ে তুলতেন। সুন্দর শহর কোচবিহারেই সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তবে বেশিদিন ওখানে তিনি থাকেন নি। বাবা-ভাই-বোন এককথায় সকলের কথা ভেবে তিনি কোচবিহার ছাড়েন। ১৯৭৬-এ তাঁর লেখা 'ছবি দেখা' প্রকাশিত হয় মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকাতে।

১৯৭৮ : মেদিনীপুর কলেজে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন ১৯৭৮ সালে। তখন মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এই সময়েই কবি বীতশোকের সঙ্গে সিনেমার সম্পর্ক নিবিড় হয়। একদিকে ফ্রিৎস লাং, বার্গম্যান, ফেলিনি, ফ্লাহার্টি, বুনুয়েল, চ্যাপলিন, ডি. সিকা, ঋত্বিক অন্য দিকে দেখা ছবির নানা প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা ছোট ছোট আলোচনাগুলি পাঠিয়ে দিতে শুরু করেন ধীমান দাশগুপ্তকে যা পরে আন্তর্জাতিক আঙ্গিকের অন্তর্ভূক্ত হয়।[১৪] কবির সম্পাদনায় কলকাতার 'বাণীশিল্প' থেকে প্রকাশিত হয় 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা' গ্রন্থটি।

১৯৮০ : কবির 'আজার বাইজানের প্রাচীন কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সারস্বত' প্রকাশনী থেকে।

১৯৮১ : ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'চলচ্চিত্রের অভিধান' প্রকাশিত হয় ১৯৮১তে। এই অভিধানের অন্যতম লেখক হিসেবে বীতশোক ভট্টাচার্য 'দ্য কিড' 'চার্লস চ্যাপলিন', 'হ্যামলেট' বিভিন্ন অনুধাবনযোগ্য লেখাগুলি লেখেন।

১৯৮২ : কবির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় প্রতিবিম্বের বিশেষ সংখ্যা 'নতুন ভারতীয় চলচ্চিত্র সংখ্যা'। এই সংখ্যায় আলোচিত হয় দুলিয়া দখল, ময়না তদন্ত, গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব, সৈকত ভট্টাচার্যের সঙ্গে চলচ্চিত্র বিষয়ের আলোচনা, ভারতীয় চলচ্চিত্রে নতুন অভিনয় রীতি, 'New

Indian Films : Forms and Treatment' ইত্যাদি।[১৫]

১৯৮৫ : 'জেন গল্প' প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে 'বাণীশিল্প' থেকে।

১৯৮৬ : 'শিল্প' কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয় 'কালবেলা' প্রকাশনী থেকে। 'অমৃতলোক' সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় 'এসেছি জলের কাছে' কাব্যগ্রন্থটি।

১৯৮৭-৮৯: এক বছরের ছুটি নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে সপ্তাহে চারদিন ক্লাস নিয়ে ফিরে আসতেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

১৯৮৮-৮৯: ফেলোশিপ নিয়ে গবেষণা করার জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতনে যান ১৯৮৮-৮৯ সালে। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ভবতোষ দত্ত। বিষয় ছিল 'বাংলা সাহিত্যে আর্কিটাইপ'। কিন্তু তিনি গবেষণার কাজ অসমাপ্ত রাখেন।[১৬]

১৯৯০ : 'জেন কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় কলকাতা, 'অর্চনা' প্রকাশনী থেকে।

১৯৯১ : 'অন্যযুগের সখা' কবিতার বই প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস' থেকে।

১৯৯২ : 'নতুন কবিতা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ 'তাম্রলিপ্ত' থেকে।

১৯৯৪ : মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় 'সিনেমার শিল্পরূপ' নামক কবির সম্পাদিত বই। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'চলচ্চিত্রের অভিধান' গ্রন্থে তাঁর অনেক এন্ট্রি আছে।

১৯৯৫ : কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে 'অভিযাত্রিক' নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন ঈশ্বর চক্রবর্তী, তার চিত্রনাট্য রচনায় ধীমান দাশগুপ্তের সঙ্গে যুগ্মভাবে অংশ নিয়েছিলেন কবি বীতশোক ভট্টাচার্য। নেতাজীর জীবন নিয়েও একটি তথ্যচিত্র তৈরি হয়। নাম 'নেতাজী সেন্টিনারী ফিল্ম : ট্রেইল ব্লেজার'। এই তথ্যচিত্রের কোলাবোরেটরও ছিলেন তিনি। এই চিত্রনাট্য দুটি প্রকাশিত হয় কলকাতা, 'বিতর্ক' থেকে।

১৯৯৬ : অমিত পাবলিকেশনস্ থেকে প্রকাশিত হয় 'গদ্যসংগ্রহ' প্রবন্ধ। 'বাকপ্রতিমা' থেকে প্রকাশিত হয় 'নীল একপাতা' কাব্যগ্রন্থ।

১৯৯৭ : ১৯৯৭ সালে কবিতা চৌধুরীর সঙ্গে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সময়েই 'এবং মুশায়েরা' থেকে প্রকাশিত হয় 'দ্বিরাগমন' কাব্যগ্রন্থটি।

১৯৯৮ : কবিতার জন্য ঋত্বিক পুরস্কার পান ১৯৯৮ সালে।

২০০০ : 'কবিতার অ আ ক খ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় কলকাতা 'বিতর্ক' প্রকাশনী থেকে। 'লোকনাথ ভট্টাচার্য জীবন ও সাহিত্য'ও প্রকাশ পায়। 'গ্যোয়েটে' রচনাটি সহযোগিতায় সম্পাদনা করেন, প্রকাশ পায় 'এবং মুশায়েরা' থেকে।

২০০১ : 'বসন্তের এই গান' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সৃষ্টি' প্রকাশনা থেকে। 'প্রদোষের নীল ছায়া' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'এবং মুশায়েরা' থেকে। 'কবিতা সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় 'এবং মুশায়েরা' থেকে। 'জীবনানন্দ' প্রবন্ধ প্রকাশ পায় 'বাণীশিল্প' থেকে। সম্পাদিত রচনা 'নীৎশে' প্রকাশিত হয় কলকাতা 'এবং মুশায়েরা' থেকে। নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 'লোকনাথ ভট্টাচার্য' 'বাংলা আকাদেমি' পত্রিকা প্রকাশ করে। নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 'এক পথিকের অসমাপ্ত বৃত্তান্ত' প্রকাশ করে 'দেশ' পত্রিকা। কলকাতা, ম্যাক্সমূলার ভবনে, বক্তৃতা রাখেন লোকনাথ ভট্টাচার্য বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতেও বক্তৃতা রাখেন লোকনাথ ভট্টাচার্য বিষয়ে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা রাখেন কলকাতার শিশির মঞ্চে।

২০০২ : 'বাণীশিল্প' থেকে প্রকাশিত 'জীবনানন্দ' প্রবন্ধ। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিকে 'জীবনানন্দ' পুরস্কারে সম্মানিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী রজতজয়ন্তী স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে ২০০২, ২৩ জুন। এখানের প্রধান বক্তা ছিলেন কবি বীতশোক ভট্টাচার্য।

২০০৩ : 'জলের তিলক' কবিতার বই প্রকাশিত হয় 'আনন্দ' প্রকাশনী থেকে। কবির সম্পাদিত বই 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী, ১ম খণ্ড' প্রকাশিত হয় কলকাতা এবং মুশায়েরা থেকে। সহযোগে সম্পাদিত রচনা 'হ্যামলেট' এবং মুশায়েরা থেকে প্রকাশিত হয়। নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 'রক্তকরবীর আকর' বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশ করে। ভট্টর কলেজে আলোচনা সভাতে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় ছিল – 'বনলতা সেন : ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা'।

২০০৪ : 'বাণীশিল্প' থেকে প্রকাশিত হয় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক কবিতার বই। 'কবিতার ভাষা কবিতায় ভাষা' (প্রবন্ধ) প্রকাশ পায় 'বাণীশিল্প' থেকে। 'কথাজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের বইটি প্রকাশিত হয় এবং মুশায়েরা থেকে। অনূদিত গ্রন্থ 'জেন গল্প জেন কবিতা' প্রকাশিত হয় 'বাণীশিল্প' থেকে। তিনি ছিলেন সারস্বত সমাজের সম্পাদক। কখনো একা, কখনো বা অন্যকোন ব্যক্তির সহযোগিতায় সম্পাদনা করেন একাধিক বই। তাঁর সম্পাদনাতেই 'এবং মুশায়েরা' থেকে

'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী' ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সম্পাদিত বই 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী' ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় 'এবং মুশায়েরা' থেকে। সহযোগে সম্পাদনা করেন 'আরব্যরজনী', প্রকাশিত হয় এবং মুশায়েরা থেকে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা সভাতে 'উত্তর আধুনিকতা ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বিষয়ে আলোচনা করেন ১১.০৩.২০০৪-এ।[১৭] কাঁথি, প্রভাতকুমার কলেজে আলোচনা সভায় 'বাংলা কবিতা ও দুর্বোধ্যতা' বিষয়ে আলোচনা করেন ২২.১২.২০০৪তে।

২০০৫ : কবি বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত গ্রন্থ 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, প্রকাশিত হয় এবং মুশায়েরা থেকে। সহযোগে সম্পাদিত রচনা 'কিয়ের্কগার্দ প্রকাশিত হয় কলকাতা এবং মুশায়েরা প্রকাশনী থেকে। কবির 'শিল্প ও সাহিত্য' নামক নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য পত্রিকা। 'জ্বলদর্চি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'খরা ও রবীন্দ্রনাথ' নামক নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আলোচনা সভার আয়োজন করে। ০৮.০২.২০০৫-এ এই আলোচনা সভাতে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য 'শিল্প ও সাহিত্য' বিষয়ে বেশ কিছু সময় আলোচনা করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত' সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা রাখেন ২১.০২.২০০৫-এ। সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারে – 'অন্নদাশঙ্করের কবিতা' নিয়ে আলোচনা করেন ২৪.০৩.২০০৫। কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজ কর্তৃক আয়োজিত ২৯.১১.২০০৫ এর আলোচনা সভাতে 'প্রাচীন ভারতে নাট্য অভিনয়' নিয়ে আলোচনা করেন কবি বীতশোক ভট্টাচার্য। বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে বাংলা কবিতা উৎসব-এ 'সন্ত্রাস ও কবিতা' সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কলকাতার বেথুন কলেজ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় 'বাংলা ছন্দ' বিষয়ে আলোচনা করেন ০৭.১২.২০০৫এ। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আলোচনা সভাতে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন দু'দিন - ১৪.১২.২০০৫ এবং ২২.১২.২০০৫। ১৪.১২.২০০৫এ আলোচনা করেন রবীন্দ্রনাথের 'আখ্যান কবিতা' বিষয়ে। ২২.১২.২০০৫এ আলোচনা করেন 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতা' বিষয়ে।

২০০৬ : বীতশোক ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত 'গদ্যগ্রন্থ' 'কবিকণ্ঠ' 'পূর্বাপর' এবং 'গদ্যগঠন' প্রকাশিত হয় কলকাতার 'বাণীশিল্প' প্রকাশনী থেকে। তাঁর লেখা 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী', ৪র্থ খণ্ড ঐ সময়েই প্রকাশ পায় 'এবং মুশায়েরা' থেকে। সহযোগে সম্পাদিত গ্রন্থ

'জাঁ পল সার্ত্র' প্রকাশ পায় 'এবং মুশায়েরা' থেকে। 'সূর্যদেশ' পত্রিকার উদ্যোগে প্রকাশ পায় সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 'কবিতা পরিচয়'। 'ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে ও মধুসূদন' বিষয়ে আলোচনা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় ২৮.০৩.২০০৬এ।

২০০৭ : বীতশোক ভট্টাচার্য রচিত 'পুরাণ প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ' গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় কলকাতা, 'বাণীশিল্প' থেকে। 'স্যামুয়েল বেকেট' গ্রন্থটি সহযোগে সম্পাদনা করেন ২০০৭এ, যা 'এবং মুশায়েরা' প্রকাশ করে। একই সময়ে 'দন কিহোতে' প্রকাশিত হয় 'এবং মুশায়েরা' থেকে। কবি রচিত 'মধুসূদন': ঔপনিবেশিকতা ও নাব্য ঔপনিবেশিকতা' 'ঔপনিবেশিক ও নাব্যঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্য' – এই দুটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ২০০৭-এ। 'রোগ, আরোগ্য ও রবীন্দ্রনাথ', 'একালের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসাহিত্য পথ', 'সুন্দরের দূরত্ব, সাহিত্য তত্ত্ব, সৌন্দর্য তত্ত্ব, সাহিত্য তত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের উদ্যোগে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভাতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পান। এখানে 'অনুবাদ ও সাহিত্য' বিষয়ে আলোচনা করেন ৩০.০৩.২০০৭এ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভাতে 'চর্যাগীতিতে নিম্নবর্গ' বিষয়ে বীতশোক ভট্টাচার্য আলোচনা করেন ২০০৭-এ।

২০০৭-০৮: 'পুরাণ প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের জন্য কলকাতার 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' কর্তৃক পুরস্কৃত হন।

২০০৮ : বীতশোক ভট্টাচার্য রচিত 'ভারতীয় ভাষা লোক সর্বেক্ষণ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 'ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান' থেকে। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী', ৫ম খণ্ড প্রকাশ পায় কলকাতার 'এবং মুশায়েরা' থেকে। 'দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী' গ্রন্থটি সহযোগে সম্পাদনা করেন। এ গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় এবং মুশায়েরা কলকাতা থেকে। দেশ আয়োজিত কলকাতা বইমেলায় আলোচনা সভায় আলোচনা করেন 'কবিতার সুখ দুঃখ' বিষয়ে।

২০০৯ : আর.এন.আর পাবলিকেশনস্ কর্তৃক কবি বীতশোক ভট্টাচার্য-কৃত শ্রীচৈতন্যের সংস্কৃত ও ওড়িশা ভাষায় লেখা কবিতা 'শ্রীচৈতন্যর কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশ ২০০৯তে।

কবির সম্পাদিত গ্রন্থ 'অসীমরায় 'উপন্যাস সমগ্র' (১ম খণ্ড) কলকাতা, 'এবং মুশায়েরা' কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৯-এ।

২০১০ : 'গদ্যরূপ' প্রবন্ধের এবং 'কাব্য সাহিত্য চর্যাগীতিকোষ : বাংলা' সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের প্রকাশ কলকাতায়, 'বাণীশিল্প' এবং 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' হতে। ২০১০-এ কবি বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন 'অসীম রায় উপন্যাস সমগ্র - ২য় খণ্ড'। রচনাটি প্রকাশিত হয় 'এবং মুশায়েরা' হতে। এই সময়েই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পাঠ্যাতিরিক্ত বিশেষ বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়। তার শিরোনাম ছিল 'চর্যাপদ: ফিরে দেখা'। বক্তা ছিলেন বীতশোক ভট্টাচার্য। সেই বক্তৃতারই গ্রন্থরূপ 'পদচিহ্ন চর্যাগীতি'।

২০১১ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত কবির 'পদচিহ্ন চর্যাগীতি' গ্রন্থটি। কবিকৃত অনূদিত গ্রন্থ ওড়িয়া সাহিত্যিক রমাকান্ত রথ-এর কবিতা ও গল্প 'রমাকান্ত রথ' কলকাতার সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ২০১১তে। এই সময়েই তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'অসীম রায় উপন্যাস সমগ্র, ৩য় খণ্ড' প্রকাশ পায় 'এবং মুশায়েরা' কলকাতা হতে। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশ করে কবির সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ – 'যোগাযোগ : আইকনের সন্ধানে'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয়' পত্রিকার উদ্যোগে প্রকাশিত হয় কবিকৃত 'আধুনিক ভারত – সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ' নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি। ২০১১, ৩১ জানুয়ারীতে মেদিনীপুর কলেজে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 'ন্যাশনাল এডিটোরিয়াল কালেক্টিভ বোর্ড' (NEC) এবং 'দ্য পিপ্‌লস লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া'-র সম্পাদক হিসেবে যোগদান ২০১১-তেই। বেলুড় মঠ বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অতিথি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ।

২০১২ : কলকাতা, 'বাণীশিল্পের' উদ্যোগে প্রকাশিত হয় কবিকৃত 'বিশ্বকবিতা' প্রবন্ধটি। ১৯.০১.২০১২তে খেজুরী কলেজ আয়োজিত আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে গিয়ে প্রাক্ খসড়া রবীন্দ্রনাথের লোকসমাজ ভাবনা' নিয়ে আলোচনা করেন।[১৮] আবার ঐ কলেজেই ১৫.০৩.২০১২তে 'সাম্প্রতিক ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি' বিষয়ে আলোচনা করেন। মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে কবির মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৪.০৭.২০১২তে।

২০১২এর জুলাইয়ের মহাপ্রয়াণের আগে পর্যন্ত বহু জাতীয় কর্মে নিজেকে ব্যস্ত

রেখেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এবং তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, খড়্গপুর কলেজ, বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বাংলা বিভাগের অতিথি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবেক্ষক, বাঙালি সারস্বত সমাজের কাছে গবেষণাধর্মী লেখক।

কবি জীবনের অধিকাংশ ঘটনা ও রচনার কালানুক্রম তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এর বাইরেও হয়তো অনেক বিষয় অনুল্লেখিত থেকে গেল।

@üâU UãNýí^á@ü WýµýáýEýáíY[UÛ^]Nýá (19)

RmPâ@üí^á[WýµýáýEýáY + ýEýS]á WýµýáýEýáY
(âSNýáXb) (âSNýáXbâ)

aXí[úRá[áZM (âSNýá) + bý]á (XáNýá)
#Xí[úRá[áZM (@üá@ü) + âýEýwýáXâM (@üá@üãXá)
XáRíUú
XáQíUúRá[áZM
íGóáÖyá
]â]á
XáQ[ã
PââÂ

Children of #Xí[úRá[áZM: SâY_ , SWýáa , íaáXá

Children of aXí[úRá[áZM: #í^á@ü (UâNýí^á@ü) +@üâUNýá (íýEýõQ[ã) , RâXNýá , UkýíPU , aâUNýá

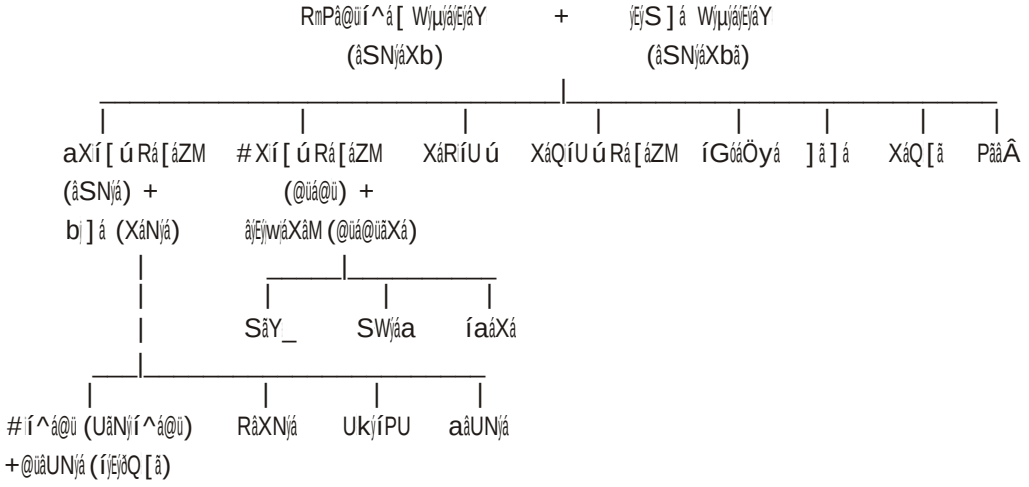

(খ) বীতশোক ভট্টাচার্যের রচনাপঞ্জি

কবিতা বিষয়ক গ্রন্থ

১। 'তিনজন কবি' (শরিকি সংকলন:) কাব্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৪; পরমা প্রকাশনী, কলকাতা; সম্পাদক: মণীন্দ্র গুপ্ত; প্রকাশক: ভাস্বতী সিংহ, 'পরমা' কার্যালয় ৩৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯; রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী, মণীন্দ্র গুপ্ত, বীতশোক ভট্টাচার্য তিনজন কবির কবিতা এতে স্থান পেয়েছে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫১; মূল্য: ২ টাকা।

'তিনজন কবি'র চোদ্দটি কবিতা 'অন্যযুগের সখা' গ্রন্থের প্রথমেই স্থান পেয়েছে।[২০]

সূচিপত্র : 'আনন্দে ফেরালে আজ' (৯), 'অনেক স্বর্ণাভ পাখি' (৯), 'উঠেছিলে হয়তো প্রবাল (১০), 'দ্বৈত' (১০), 'প্লুতস্বর' (১১), 'দিনরাত্রি দুঃখের দেবতা' (১১), 'ফিরে-যাওয়া (১২), 'রাত্রে' (১২), 'পুষ্পটিকে ভালোবেসে' (১৩), 'অন্ধবালিকা' (১৩), 'রাত্রে অপহৃত বস্তু' (১৪), 'স্বপ্নে' (১৪), 'একমাত্র বেদনা জেগেছে' (১৫) এবং 'নিঃশব্দ শব্দের চাপে' (১৫)।

২। 'এসেছি জলের কাছে': কাব্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৯৩; অমৃতলোক প্রকাশনী, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদের পক্ষে সমীরণ মজুমদার কর্তৃক ডাকবাংলো রোড থেকে প্রকাশিত, মেদিনীপুর; প্রচ্ছদ শিল্পী: মলয় শঙ্কর দাশগুপ্ত; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৬; মূল্য: ৫ টাকা।

সূচিপত্র: 'বিধান' (৩), 'ছাই জলে ধুয়ে যায়' (৪), 'তল' (৫), 'সেঁজুতি' (৬), 'দিক' (৬), 'ছৌ' (৭), 'একটি প্রতীক্ষার কবিতা' (৮), 'মনে রেখো তুমি' (৯), 'মন্ত্র' (১০), 'তাৎপর্য' (১১), 'সূর্যাস্ত' (১১), 'রাখালিয়া' (১২), 'কাকে বেশি ভালো লাগবে' (১৩), 'মন্দির' (১৪), 'এসেছি জলের কাছে' (১৫), 'চোখ' (১৬)।

৩। 'শিল্প' : কাব্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৬; কালবেলা প্রকাশনী, প্রকাশক : স্বপ্না সামন্ত, সত্যনারায়ণ প্রেস, তমলুক, মেদিনীপুর; পরিবেশক: বাণীশিল্প ১৪এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী : জাঁআর্প-এর লিথোগ্রাফ অবলম্বনে সম্বিত সাহা। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০, মূল্য: ৬ টাকা।

সূচিপত্র : 'স্বরাঘাত' (৪), 'অস্তি' (৫), 'অধিকার' (৫), 'গানের রেশ' (৬), 'সীমারেখা'

(৬), 'রানি ও প্রহরী' (৭), 'শেষ সন্ধ্যা' (৭), 'জানালার জটিল কপাটের কথা' (৮), 'শিল্প তাঁর' (৮), 'কবিবন্ধু' (৯), 'তাকে ভালোবাসা বলে' (৯), 'ফল' (১০), 'অর্ধেক দরজা আমি' (১০), 'তারপর' (১১), 'ক্রিটদেশীয় নাবিকের দিনলিপি থেকে' (১২), 'অন্তরাগ' (১২), 'কিছুক্ষণ' (১৩), 'দান' (১৩), 'দৃষ্টিপাত' (১৪), 'তোমার নিশ্বাস নুড়ি' (১৪), 'ফোয়ারা' (১৫), 'একটি বিম্বিত অশ্রু' (১৫), 'শিল্প' (১৬), 'তার' (১৬), 'একটা খণ্ড কবিতার জন্য' (১৭), 'শেষ গান' (১৭), 'গ্রাস' (১৮), 'আনন' (১৮), 'কাদম্বিনী' (১৯), 'কুয়াশা' (১৯), 'টেবিলবাতি' (২০), 'ক্রান্তি' (২০), 'ফেরি' (২১), 'দুপুর' (২১), 'একশো গ্রামের পরে' (২২), 'ভাসান' (২২), 'রূপকথা' (২৩), 'বিভঙ্গ' (২৩), 'জন্মদিন' (২৪), 'তুমি' (২৪), 'ভোরবেলা' (২৫), 'রাত্রে' (২৫), 'ফিরে এলে করতল' (২৬), 'দহ' (২৬), 'জাতক', 'দ্বৈত' (২৭), 'গ্রহণ' (২৮), 'ক্ষত' (২৯), 'শেষকৃত্য' (২৯), 'কয়েক বৎসর হলো' (৩০), 'নাথধর্ম' (৩০), 'বলয়' (৩১), 'একদা' (৩১), 'মালগাড়ি' (৩২), 'উপহার' (৩২), 'বহির্দেশ' (৩৩), 'তোমার উদ্যান কেন' (৩৩), 'বাথরুম' (৩৪), 'বিষ' (৩৪), 'একা দানবীর পায়ে' (৩৫), 'ক্ষুধা' (৩৫), 'ভ্রান্তিমান' (৩৬), 'কারুকাজ' (৩৭), 'দূর' (৩৮), 'যাত্রা' (৩৮)।

৪। 'অন্যযুগের সখা' : কাব্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি, ১৯৯১; প্রতিভাস প্রকাশনী, প্রকাশক: বীজেশ সাহা, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-২; কবিতা নির্বাচন: নিতাই জানা। প্রচ্ছদ শিল্পী: কৃষ্ণেন্দু চাকী; উৎসর্গ: পুরোনো বন্ধুদের; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪; মূল্য: ১৫ টাকা:

সূচিপত্র : 'আনন্দে ফেরালে আজ' (৯), 'অনেক স্বর্ণাভ পাখি' (৯), 'উঠেছিলে হয়তো প্রবাল' (১০), 'দ্বৈত' (১০), 'প্লুতস্বর' (১১), 'দিনরাত্রি দুঃখের দেবতা' (১১), 'ফিরে-যাওয়া' (১২), 'রাত্রে' (১২), 'পুষ্পটিকে ভালোবেসে' (১৩), 'অন্ধবালিকা' (১৩), 'রাত্রে অপহৃত বস্তু' (১৪), 'স্বপ্নে' (১৪), 'একমাত্র বেদনা জেগেছে' (১৫) 'নিঃশব্দ শব্দের চাপে' (১৫)।'একত্র ভরেছে শূন্য' (১৬), 'হরিণ' (১৬), 'ভাসান' (১৭), 'আরো অন্ধতমে এসো' (১৭), 'অধিসৌধ' (১৮), 'স্বপ্নের কুসুমচয়' (১৮), 'এই শূন্যতার মানে' (১৯), 'সঙ্গে' (১৯), 'চন্দ্রাহত' (২০), 'কাছে দূর ব্যাপ্ত করে' (২০), 'কেমন হৃৎপিণ্ড তার' (২১), 'একদিন ভোরবেলা' (২১), 'এই ভালোবাসা' (২২), 'পাহারা' (২২),

'স্থাপন' (২৩), 'উৎসব' (২৩), 'রাখালিয়া' (২৪), 'স্বপ্নের উদ্বেগে' (২৪), 'তোমার কালের দীপ্তি' (২৫), 'অস্তি' (২৫), 'মুখ' (২৬), 'হে জন্তু যাও' (২৭), 'সন্ধ্যাভাষা' (২৭), 'আরতি' (২৮), 'আনয়ন' (২৮), 'তরুণী' (২৯), 'আনন্দ' (২৯), 'জানালা' (৩০), 'বন্দনা' (৩০), 'দূর' (৩১), 'একা একা' (৩১), 'ভালোবাসা' (৩২), 'ঘুম' (৩২), 'আবার হাসির মধ্যে' (৩৩), 'ফিরে আসা' (৩৩), 'অপর্ণা শরীর নিয়ে' (৩৪), 'নৃত্যপর' (৩৪), 'তুষার নারী' (৩৫), 'কে পরিবর্তন' (৩৫), 'এবার আকাশে দ্যাখো' (৩৬), 'ফুঁপিয়ে বেদনা ওঠে' (৩৬), 'নক্ষত্রের কথা' (৩৭), 'অন্তরাগ' (৩৭), 'দৃষ্টিপাত' (৩৮), 'তুমি' (৩৮), 'তাঁর তিরস্কার আজ' (৩৯), 'আহ্বান' (৩৯), 'তুমি কী হৃদয়ে এসে' (৪০), 'নদী' (৪০), 'তোমার প্রতিষ্ঠা হবে' (৪১), 'তুমি কিছু' (৪১), 'এইখানে দীর্ঘ গাছ' (৪২), 'নক্ষত্রে নক্ষত্রে আঁকা' (৪২), 'কান্না' (৪৩), 'পুতুল'(৪৩), 'গোলাপ'(৪৪), 'তুমি ফিরিয়েছো পথে'(৪৪), 'পুনরুজ্জীবন'(৪৫), 'আমরা প্রেমের গান'(৪৫), 'আবার বৃষ্টির দিন'(৪৬), 'কবিবন্ধু'(৪৬), 'আবার ফুলের গন্ধ'(৪৭), 'তাঁর শিলাসন ঘিরে'(৪৭), 'মসৃণ ফলের মধ্যে' (৪৮), 'ক্ষুধিত পাষাণ' (৪৮), 'মুকুল' (৪৯), 'মৃত্যু' (৪৯), 'বন্ধন' (৫০), 'শব্দময় মুঠি' (৫০), 'কণ্ঠ' (৫১), 'উপহার' (৫১), 'ডুমুর-পুষ্পিতা' (৫২), 'আঙ্গিক' (৫২), 'তোমার সৌন্দর্য যেন' (৫৩), 'আনন' (৫৩), 'দেখা হ'লো' (৫৪), 'দান' (৫৪), 'প্রশান্ত বিভ্রম' (৫৫), 'শিল্প তাঁর' (৫৫), 'কেবল তোমারই জন্য' (৫৬), 'একাকী তোমার ভয়ে' (৫৬), 'স্থিত বেলাভূমি থেকে' (৫৭), 'নগরী একদিন' (৫৭), 'রাত্রি' (৫৮), 'সোনার পাথরবাটি' (৫৮), 'কাছে আসা' (৫৯), 'রক্তাক্ত চাঁদের নিচে' (৫৯), 'বিষণ্ণ দৃষ্টির ভারে' (৬০), 'প্রবালদ্বীপ' (৬০), 'শীত' (৬১), 'দীপান্তর' (৬১), 'অঙ্গনে যে' (৬২), 'তোমার অবোধ্য লিপি' (৬২), 'প্রতিটি বস্তুর থেকে' (৬৩), 'তোমাদের সংগীত শুনেছি' (৬৩), 'জীবনানন্দকে' (৬৪)।

৫। 'নতুন কবিতা': কাব্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২; তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্তি প্রকাশনীর পক্ষে ৭৮ চেতলা রোড : দীপান্বিতা: ফ্ল্যাট: ডব্লু-২/১৪, কলকাতা ২৭ থেকে শ্রী কুণাল মণ্ডল এবং তরুণ প্রিন্টার্স, ২৯ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, শ্রী তাপস সাহা, যথাক্রমে প্রকাশক এবং মুদ্রক; প্রচ্ছদ শিল্পী: নবীন সাহা; উৎসর্গ: তোমায় নতুন করে পাবো বলে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪, মূল্য: ১৫ টাকা

সূচিপত্র : 'পাণ্ডুলিপি' (৯), 'যুধিষ্ঠির : বারণাবতে খনকের সাক্ষ্য থেকে' (১১), 'তাকে' (১২), 'জেন' (১৩), 'জয়' (১৪), 'মৃত্যুর মতো' (১৫), 'অন্ধকার বিষয়ে' (১৬), 'শকুন্তলা' (১৭), 'প্রত্ন' (১৮), 'দুর্বা' (১৯), 'ফেরা' (২০), 'পদাবলী' (২১), 'রেশ' (২২), 'স্তব্ধতায় ফিরে এলে' (২৩), 'অসময়' (২৪), 'হারমোনিয়াম' (২৫), 'কঙ্কাবতী' (২৬), 'ঘর' (২৭), 'যাত্রা' (২৮), 'প্রতীতি' (২৯), 'গায়ত্রী' (৩০), 'ছবি' (৩১), 'বাড়ি' (৩২), 'বাংলা থেকে' (৩৩), 'একবার' (৩৪), 'নিদালি' (৩৫), 'দর্শন' (৩৭), 'জাম' (৩৮), 'এই গান' (৩৯), 'ধ্বনি' (৪০), 'কেন' (৪১), 'স্বস্তি' (৪২), 'পর্ণ' (৪৩), 'ধ্বজা' (৪৪), 'স্বপ্নের ভেতর' (৪৫), 'নিজস্ব সোনার খাঁচা' (৪৬), 'রূপকথা' (৪৭), 'গান' (৪৮), 'পোকার জন্যে' (৪৯), 'একমাত্র ব্যর্থতাই' (৫০), 'জাতক' (৫১), 'অলীক' (৫২), 'পাঠ' (৫৩), 'ভোরাই' (৫৪), 'আবহ' (৫৫), 'আয়তী' (৫৬), 'বিয়ে' (৫৭), 'পার' (৫৮), 'আনন্দের রূপ' (৫৯), 'খরা' (৬০), 'গল্প' (৬১), 'পাত্র' (৬২), 'ছুটি' (৬৩), 'নাও' (৬৪)।

৬। 'নীল একপাতা' : কাব্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, বাকপ্রতিমা প্রকাশনী, প্রকাশক: হরপ্রসাদ সাহু, মহিষাদল, মেদিনীপুর; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ; কবি গৌর পালকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৪, মূল্য: ৭ টাকা ৫০ পয়সা।

সূচিপত্র : 'মেঘ' (৫), 'রূপকথা' (৬-৭), 'এবার দোলের দিন' (৮), 'আমি শুধু জানতে চাই' (৯), 'ফুলের ভাষা' (১০), 'রাগ' (১১), 'অন্য আমি' (১২), 'রুরু' (১৩), 'সৈকতে' (১৪), 'আপন' (১৫), 'প্রসাদ' (১৬), 'আমাদের ব্যাকরণে' (১৭), 'দ্বিরাগমন' (১৮), 'তার পাশে' (১৯), 'কন্দ' (২০), 'কোজাগরী' (২১), 'ডাক' (২২), 'সনকাকে : চাঁদবেনে' (২৩), 'যথাতথা' (২৪)।

৭। 'দ্বিরাগমন': কাব্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৯৭; প্রকাশনী: এবং মুশায়েরা, প্রকাশক: সুবল সামন্ত, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা-৯০; পরিবেশক: বাণীশিল্প, ১৪-এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ : সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭২, মূল্য: ৩৫ টাকা।

সূচিপত্র : 'এই' (৯), 'যাত্রা' (১০), 'অবতার' (১১), 'পদাবলী' (১২), 'অধিকার' (১৩), 'অর্ঘ্য' (১৪), 'জীবনী' (১৫), 'ক্ষমা' (১৬), 'মেলা' (১৭), 'সামাল' (১৮), 'সন্ধ্যা'

(১৯), 'নিত্য' (২০), 'হারিয়ে যাওয়া' (২১), 'সংবেদ' (২২), 'অভিসার' (২৩), 'নচিকেতা' (২৪), 'নিরুক্ত' (২৫), 'কৃত্য' (২৬), 'দেউলে' (২৭), 'যথাস্থান' (২৮), 'ডাক' (২৯), 'ডুব' (৩০), 'মাথুর' (৩১), 'দেখা' (৩২), 'সীবন' (৩৩), 'পরে' (৩৪), 'আশা' (৩৫), 'এখনই' (৩৬), 'পীঠ' (৩৭), 'শরণ' (৩৮), 'মুক্তি' (৩৯), 'ঘর' (৪০), 'দেখা' (৪১), 'হাসি' (৪২), 'এবার' (৪৩), 'শেষ' (৪৪), 'দ্বিরাগমন' (৪৫), 'বীণা' (৪৬), 'চাওয়া' (৪৭), 'আংটি' (৪৮), 'এইখানে' (৪৯), 'ক্ষণ' (৫০), 'পালা' (৫১), 'পরে' (৫২), 'স্মৃতি' (৫৩), 'বাঁচা' (৫৪), 'দ্রষ্টব্য' (৫৫), 'এ কী লাবণ্যে' (৫৬), 'এখনও' (৫৭), 'মৃচ্ছকটিক' (৫৮), 'সে' (৫৯), 'বসন্ত পঞ্চমী' (৬০), 'নির্বেদ' (৬১), 'পালা' (৬২), 'পাত্রী' (৬৩), 'চিত্র' (৬৪), 'ক্রিয়া' (৬৫), 'মানে' (৬৬), 'চিঠি' (৬৭), 'বাড়ি' (৬৮), 'আদর' (৬৯), 'অর্পিতা' (৭০), 'মূর্ত' (৭১), 'গতি' (৭২)।

৮। 'বসন্তের এই গান': কাব্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: ১লা বৈশাখ, ১৪০৮; সৃষ্টি প্রকাশনী, প্রকাশক: অমল সাহা, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী; উৎসর্গ: কবিতাকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৫; মূল্য: ৫০ টাকা।

সূচিপত্র : 'পুনর্লেখ' (১১), 'সীমান্ত' (১২), 'তোমার কথা' (১৩), 'এই ঘর' (১৫), 'স্বরলিপি' (১৬), 'অধিবাস' (১৭), 'স্বপ্ন' (১৮), 'প্রকৃতি' (১৯), 'শুক্লাভিসার' (২০), 'দশমী' (২১), 'বসন্তের এই গান' (২২), 'শ্বাসাঘাত' (২৯), 'ঘুমের ঘন মুগ্ধতায় (৩৫), 'আবার অন্ধকার' (৩৬), 'তোমার বধূটিকে' (৩৭), 'ধরো' (৩৮), 'সম্ভাষণা' (৩৯), 'বিচার' (৪০), 'আমি যে গান' (৪১), 'পথিক প্রাণ' (৪২), 'দিক' (৪৩), 'এবার' (৪৪), 'এই বসন্তে' (৪৫)।

৯। 'প্রদোষের নীল ছায়া': কাব্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪০৮, মে ২০০১; এবং মুশায়েরা প্রকাশনী, প্রকাশক; সুবল সামন্ত, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা-৯০; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রকাশ কর্মকার; পরিবেশক: চ্যাটার্জি পাবলিশার্স ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩; উৎসর্গ: লোকনাথ ভট্টাচার্যকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৬, মূল্য: ৫০ টাকা।

সূচিপত্র : 'বোধ' (১১), 'একটি অনুবাদ' (১১), 'জঙ্গিড় গাছের বীজ' (১২), 'জন্মাষ্টমী'

(১৩), 'যাত্রা' (১৩), 'অন্তরপথ' (১৪), 'বরং সুড়ঙ্গের কথা' (১৫), 'বার্ষিকী' (১৬), 'যাত্রামঙ্গল' (১৬), 'ঢেউ' (১৭), 'মধ্যরাত' (১৭), 'উপনিষত্' (১৮), 'ডাক' (১৮), 'ধ্যান' (১৯), 'নজরুলগীতি' (২০), 'রস' (২১), 'তটস্থ' (২২), 'বোধি' (২২), 'জাতককথা' (২৩), 'রেশ' (২৫), 'একটি আড়ষ্ট কবিতা' (২৬), 'রূপকথা' (২৭), 'কুমারসম্ভব' (২৯), 'বজ্র' (৩০), 'মেঘদূত' (৩১), 'অঙ্গিরস' (৩১), 'সংস্কার' (৩২), 'মধুসূদনের জন্যে' (৩৩), 'মায়া' (৩৪), 'অদ্বার' (৩৫), 'পালা' (৩৬), 'প্রেমিকাকে' (৩৬), 'সৃষ্টি' (৩৭), 'দুঃস্বপ্নসূক্ত' (৩৮), 'অবলোকিতেশ্বর' (৩৯), 'প্রশাখা শাখার থেকে' (৩৯), 'মৃদঙ্গ' (৪০), 'উপকথা' (৪১), 'নির্গ্রন্থ' (৪১), 'উত্তর' (৪২), 'শম' (৪৩), 'সিদ্ধি' (৪৩), 'স্মৃতি' (৪৪), 'যক্ষ' (৪৪), 'কেন' (৪৫), 'জগন্নাথ' (৪৬)।

১০। 'কবিতা সংগ্রহ': কাব্য সংকলন; প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০০১; 'এবং মুশায়েরা প্রকাশনী, প্রকাশক: সুবল সামন্ত, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা-৯০, প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ –; 'অন্যযুগের সখা', 'শিল্প', 'এসেছি জলের কাছে', 'দ্বিরাগমন', 'নীল একপাতা', 'নতুন কবিতা', 'বসন্তের এই গান', 'প্রদোষের নীল ছায়া', 'অগ্রন্থিত কবিতা'র কবিতাগুলি এই কাব্য সংকলনে স্থান পেয়েছে। পৃষ্ঠা: ৩৪৪; মূল্য: ১৮০ টাকা।

'অগ্রন্থিত কবিতা': ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কবিতার সংকলন। এছাড়াও কবির একটি ডায়রি গচ্ছিত আছে তাঁর সহধর্মিনীর কাছে। সেই ডায়েরিতে বেশ কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা রয়েছে যা এখনও অগ্রন্থিত রূপেই গণ্য।[২১]

১১। 'জলের তিলক': কাব্যগ্রন্থ; প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৩; আনন্দ প্রকাশনী, প্রকাশক: সুবীর কুমার মিত্র, ৪৫/বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ শিল্পী: সোমনাথ ঘোষ; উৎসর্গ: সুধেন্দু মল্লিককে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৩, মূল্য: ৫০ টাকা।

সূচিপত্র: 'যান' (৯), 'মন্দির' (১০), 'মানসে, কৈলাসে' (১১), 'ধাঁধা' (১২), 'একটি শারদীয় কবিতা' (১৩), 'নদীতীর' (১৪), 'বীজক' (১৫), 'মায়াবতী' (১৬), 'চক্র' (১৭), 'মায়া' (১৮), 'একদা' (১৯), 'অপর্ণা' (২০), 'সে-দিন' (২১), 'আষাঢ়-শ্রাবণ' (২২), 'রূপকথা' (২৩), 'পথের পাঁচালী' (২৪), 'কৌশানি' (২৫), 'আরোহী' (২৬),

'কুণ্ডলিনী' (২৭), 'গান' (২৮), 'আশা' (২৯), 'অন্বয়' (৩০), 'শব্দ, ছন্দ, প্রকৃতি' (৩১), 'সৃষ্টি' (৩২), 'প্রদর্শনী' (৩৩), 'সন্ধ্যাভাষা' (৩৪), 'জলঘড়ি' (৩৯), 'উৎস' (৪০), 'শেষের কবিতা' (৪১), 'লীলা' (৪২), 'ডুবোস্বপ্ন' (৪৩), 'মনে-পড়া' (৪৪), 'জ্ঞাপন' (৪৫), 'খরা' (৪৬), 'অত্যাগ' (৪৭), 'রূপবন্ধ' (৪৮), 'মুকুটমণিপুরে' (৪৯), 'সহজ' (৫০), 'ধ্বনিমূর্তি' (৫১), 'ঘটনা' (৫২), 'মর্মর' (৫৩), 'ডালিমকুমার' (৫৪), 'মহড়া' (৫৫), 'চিহ্ন' (৫৬), 'উৎপ্রেক্ষা' (৫৭), 'অপূর্ব' (৫৮), 'স্থাপন' (৫৯), 'তীর্থ' (৬০), 'মাঙ্গলিক' (৬১), 'গহ্বর' (৬২), 'ঈশ্বর' (৬৩)।

১২। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা': প্রকাশিত কবিতার সম্পাদিত সংকলন; প্রথম প্রকাশ: ২০০৪; বাণীশিল্প প্রকাশনী, প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ: কবিতাকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪৪; মূল্য: ১০০ টাকা।

সূচিপত্র: 'আনন্দে ফেরালে আজ' (১৩), 'অনেক স্বর্ণাভ পাখি' (১৩), 'প্লুতস্বর' (১৩), 'দিনরাত্রি দুঃখের দেবতা' (১৪), 'ফিরে যাওয়া' (১৪), 'পুষ্পটিকে ভালোবাসি' (১৫), 'রাত্রে অপহৃত বস্তু' (১৫), 'নিঃশব্দ শব্দের চাপে' (১৫), 'একত্র ভরেছে শূন্য' (১৬), 'হরিণ' (১৬), 'ভাসান' (১৬), 'এই শূন্যতার মানে' (১৭), 'মুখ' (১৭), 'কেমন হৃৎপিণ্ড তার' (১৮), 'একদিন ভোরবেলা' (১৯), 'তোমার কালের দীপ্তি' (১৯), 'হে জন্তু, যাও' (১৯), 'সন্ধ্যাভাষা' (২০), 'জানালা' (২০), 'বন্দনা' (২১), 'আবার হাসির মধ্যে' (২১), 'ঘুম' (২১), 'অপর্ণা শরীর নিয়ে' (২২), তুমি কী হৃদয়ে এসে' (২২), 'তোমার প্রতিষ্ঠা হবে' (২২), এইখানে দীর্ঘ গাছ' (২৩), 'আমরা প্রেমের গান' (২৩), 'কণ্ঠ' (২৪), 'কেবল তোমারই জন্য' (২৪), 'সোনার পাথরবাটি' (২৫), 'একাকী তোমার ভয়ে' (২৫), 'রক্তাক্ত চাঁদের নিচে' (২৬), 'দীপান্তর' (২৬), 'এইখানে' (২৬), 'অথবা হলুদতর সেই দেশে' (২৭), 'সংগীত কেবল ছিল' (২৭), 'শরীর' (২৭), 'এক দানবীর মুখ' (২৮), 'যে শয্যাতে ওঠে জল' (২৯), 'গানের রেশ' (২৯), 'শেষ সন্ধ্যা' (২৯), 'তাকে ভালোবাসা বলে' (৩০), 'তারপর' (৩১), 'ক্রিটদেশীয় নাবিকের দিনলিপি থেকে' (৩১), 'ফোয়ারা' (৩২), 'গ্রাস' (৩৩), 'ক্রান্তি' (৩৩), 'ফেরি' (৩৪), 'রাত্রে' (৩৪), 'জাতক' (৩৫), 'শেষকৃত্য' (৩৫), 'মালগাড়ি' (৩৬), 'ভ্রান্তিমান' (৩৭), 'দূর' (৩৭), 'একটি ব্রতের জন্য' (৩৮), 'হে অতিথি, গোলকধাঁধায়' (৩৯),

‘বিধান’ (৪০), ‘তল’ (৪১), ‘সেঁজুতি’ (৪১), ‘দিক’ (৪২), ‘ছৌ’ (৪২), ‘একটি প্রতীক্ষার কবিতা’ (৪৩), ‘মন্ত্র’ (৪৩), ‘মনে রেখো তুমি’ (৪৪), ‘তাৎপর্য’ (৪৫), ‘এসেছি জলের কাছে’ (৪৫), ‘মন্দির’ (৪৬), ‘চোখ’ (৪৬), ‘যাত্রা’ (৪৭), ‘অধিকার’ (৪৮), ‘অর্ঘ্য’ (৪৮), ‘জীবনী’ (৪৮), ‘মেলা’ (৪৯), ‘সন্ধ্যা’ (৪৯), ‘হারিয়ে যাওয়া’ (৪৯), ‘দেউলে’ (৫০), ‘ডুব’ (৫০), ‘সীবন’ (৫০), ‘মুক্তি’ (৫১), ‘এবার’ (৫১), ‘ক্ষণ’ (৫১), ‘সে’ (৫২), ‘পাত্রী’ (৫২), ‘মানে’ (৫২), ‘অর্পিতা’ (৫৩), ‘গতি’ (৫৩), ‘রূপকথা’ (৫৩), ‘এবার দোলের দিন’ (৫৫), ‘ফুলের ভাষা’ (৫৫), ‘আমাদের ব্যাকরণে’ (৫৬), ‘দ্বিরাগমন’ (৫৭), ‘তার পাশে’ (৫৭), ‘কোজাগরী’ (৫৮), ‘সনকাকে’ (৫৮), ‘নতুন কবিতা’ (৫৯), ‘পাণ্ডুলিপি’ (৫৯), ‘জেন’ (৬০), ‘অন্ধকার বিষয়ে’ (৬১), ‘প্রশ্ন’ (৬২), ‘পলকে সৌন্দর্য দেখে’ (৬২), ‘পদাবলি’ (৬৩), ‘রেশ’ (৬৩), ‘হারমোনিয়াম’ (৬৪), ‘যাত্রা’ (৬৪), ‘প্রতীতি’ (৬৫), ‘গায়ত্রী’ (৬৬), ‘বাংলা থেকে’ (৬৬), ‘স্তব্ধতায় ফিরে এলে’ (৬৭), ‘নিদালি’ (৬৮), ‘দর্শন’ (৭০), ‘এই গান’ (৭০), ‘ধ্বনি’ (৭১), ‘স্বস্তি’ (৭২), ‘ধ্বজা’ (৭৩), ‘একমাত্র ব্যর্থতাই’ (৭৩), ‘জাতক’ (৭৪), ‘পাঠ’ (৭৪), ‘ভোরাই’ (৭৫), ‘আবহ’ (৭৫), ‘আয়তী’ (৭৬), ‘বিয়ে’ (৭৬), ‘পার’ (৭৭), ‘আনন্দের রূপ’ (৭৮), ‘খরা’ (৭৮), ‘পাত্র’ (৭৯), ‘ছুটি’ (৭৯), ‘নাও’ (৮০), ‘কেন’ (৮০), ‘বলি’ (৮১), ‘কবিবন্ধুকে’ (৮১), ‘কোনো কবিতার বইয়ের ভূমিকার বদলে’ (৮২), ‘লিখন’ (৮৩), ‘সহজিয়া’ (৮৩), ‘প্রৌঢ় কবি’ (৮৪), ‘মাতৃভাষা’ (৮৫), ‘খেয়া’ (৮৫), ‘ক্লাস-ঘরে কবিতা’ (৮৬), ‘মন্ত্র’ (৮৭), ‘ভাষা’ (৮৮), ‘সৃষ্টি’ (৮৯), ‘সহজ’ (৯০), ‘আমি যে গান গাই’ (৯১), ‘দেওয়ালি’ (৯২), ‘পুনর্লেখ’ (৯৩), ‘সীমান্ত’ (৯৪), ‘তোমার কথা’ (৯৫), ‘অধিবাস’ (৯৬), ‘স্বপ্ন’ (৯৭), ‘শুক্লাভিসার’ (৯৭), ‘দশমী’ (৯৮), ‘ঘুমের ঘন মুগ্ধতায়’ (৯৯), ‘আবার অন্ধকার’ (৯৯), ‘তোমার বধূটিকে’ (১০০), ‘সম্ভাষণা’ (১০১), ‘বিচার’ (১০২), ‘এবার’ (১০৩), ‘এই বসন্তে’ (১০৩), ‘একটি অনুবাদ (১০৪), ‘জঙ্গিড় গাছের বীজ’ (১০৬), ‘অন্তরপথ’ (১০৬), ‘বার্ষিকী’ (১০৭), ‘ডাক’ (১০৮), ‘ধ্যান’ (১০৯), ‘পথিক প্রাণ’ (১১০), ‘বোধি’ (১১০), ‘কুমারসম্ভব’ (১১১), ‘অঙ্গিরস্’ (১১২), ‘মধুসূদনের জন্যে’ (১১৩), ‘মায়া’ (১১৪), ‘পালা’ (১১৫), ‘সৃষ্টি’ (১১৬), ‘দুঃস্বপ্নসূক্ত’ (১১৭),

'নির্গ্রন্থ' (১১৭), 'শম' (১১৮), 'সিদ্ধি' (১১৯), 'মৃদঙ্গ' (১১৯), 'যক্ষ' (১২০), 'কেন' (১২০), 'বুদ্ধপূর্ণিমা' (১২১), 'সুধা: অমলের জন্য' (১২২), 'অপ্রাপ্তির কথা' (১২৩), 'দেশরাগ' (১২৫), 'খাতার ওপরে আজ' (১২৬), 'অন্তর্জলি' (১২৮), 'অন্য দিন' (১২৯), 'জলকন্যা' (১৩০), 'এসো' (১৩০), 'যাই' (১৩১)।

গদ্যগ্রন্থ

১. 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান' ঃ গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ, প্রথম খণ্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪;বাণীশিল্প প্রকাশনী, প্রকাশক, অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ: কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম শিক্ষক প্রয়াত পিতামহ নন্দকিশোর ভট্টাচার্যকে, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০০; মূল্য: ১৫০ টাকা।

'২.গদ্যসংগ্রহ' ঃ গদ্যগ্রন্থ; প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারী, ১৯৯৬, অমিত পাবলিকেশন, প্রকাশক: শ্রী অমল কুমার মল্লিক, মল্লিকচক, মেদিনীপুর ৭২১১০১; প্রচ্ছদ শিল্পী: শ্রী প্রণবেশ মাইতি, উৎসর্গ ঃ শ্রী মাধবেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৩৬;, মূল্য: ৬০ টাকা।

সূচিপত্র ঃ 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' (৯-১৯), 'সে: রাবীন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব' (২০-৩০), 'শরৎচন্দ্র: একটি শৈলীগত সমীক্ষা' (৩১-৪৫), 'আরণ্যক: সমাজভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ' (৪৬-৫৫), 'সতীনাথ: সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোয়' (৫৬-৬২), 'বনফুল; শৈলীবিজ্ঞানের একটি সমীক্ষা' (৬৩-৭০), 'বৃন্তলগ্ন বনফুল' (৭১-৭৫), 'কবিরহস্য ও বনফুল' (৭৬-৮৪), 'ধূর্জটিপ্রসাদ: মননের নকশা' (৮৫-৯১), 'ঋতপথিক অন্নদাশঙ্কর' (৯২-৯৭), 'গল্পরূপকার অমিয়ভূষণ' (৯৮-১০৫), 'নবজাতিকার কথা' (১০৬-১১২), 'বাংলা উপন্যাস বিষয়ক প্রস্তাব' (১১৩-১২২), 'একা দ্বারের পাশে সিমোন ওয়েইল' (১২৩-১৩০), 'জেন গল্প '(১৩১-১৩৬)।

৩.'জীবনানন্দ' গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১;বাণীশিল্প প্রকাশনী, প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ: ভূমেন্দ্র গুহকে; পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১৬৪; মূল্য: ২০০ টাকা।

সূচিপত্র : ১। **কল্পনা প্রতিভা :** 'ধূসর পাণ্ডুলিপির সন্ধানে' (১৩-২৪), 'জীবনানন্দের ম্যাজিক লণ্ঠন' (২৫-৩১), 'জীবনানন্দের কাহিনী কবিতা' (৩২-৩৬), 'জীবনানন্দের

জ্যোতিশ্চক্র' (৩৭-৬০), 'জীবনানন্দের কল্পনাপ্রতিভা'(৬১-৬৭), 'জীবনানন্দের কবিতার একদিক' (৬৮-৭৬), 'জীবনানন্দের কবিতায় মিলের ইশারা' (৭৭-৯৬)।

২। **কবিতা পরিচয়** : 'সন্ধ্যা হয় চারিদিকে মৃদু নীরবতা' (৯৭-৯৯), 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ' (১০০-১০৯), 'এখানে অর্জুন ঝাউয়ে যদিও সন্ধ্যার চিল ফিরে আসে ঘরে' (১১০-১১৬), 'ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে' (১১৭-১১৯), 'এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছ' (১২০-১২৩), 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি' (১২৪-১২৮), 'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে' '(১২৮-১৪৮)', 'এখানে নক্ষত্রে ভরে রয়েছে আকাশ' (১৪৯-১৬৪)।

৪.'কবিতার অ আ ক খ' : গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: ১লা বৈশাখ, ১৪০৪; বিতর্ক প্রকাশনী, প্রকাশক ঃ অতনু পাল, ৭৭ বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, কলকাতা-৫; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ : সিনেমার অ আ ক খ লেখক বন্ধু ধীমান দাশগুপ্তকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৯২; মূল্য : ৮০ টাকা।

সূচিপত্র ঃ 'ভূমিকার বদলে' (৯-১২), 'কবিকাহিনী' (১৩-১৭), 'বোদলেয়ার ঃ মধুসূদন' (১৮-২৩), 'ঋগ্বেদে কবি ও কবিতা' (২৪-৩০), 'ছড়ার গঠন' (৩১-৩৯), 'একটি গণসংগীতের শৈলীবিচার' (৪০-৫২), 'কবিতা, তুমি কার ? (৫৩-৫৭), 'কবিতায় ভাসা, কবিতায় ডোবা' (৫৮-৬৩), 'কবিতার ভাষা : নৈবেদ্য ৮৭' (৬৪-৬৯), 'কবিতা হওয়া না-হওয়া' (৭০-৮২), 'প্রথম প্রেমকবিতা' (৮৩-১০৩), 'ধ্বনি আর রং' (১০৪-১০৮), 'মেঘনাদবধ কাব্য : চিত্রনাট্যের খশড়া' (১০৮-১১২), 'কবিতার অনুবাদ' (১১৩-১২০), 'তীর্থযাত্রী এলিয়ট' (১২১-১৩৩), 'পাঠ্যকবিতা অপাঠ্যকবিতা' (১৩৪-১৪৮), 'কবিতা পড়ানো' (১৪৯-১৫২), 'কর্ণকুন্তীসংবাদ : ভিন্ন পাঠ' (১৫৩-১৬৪), 'আকাশলীনা' (১৬৫-১৬৯), 'শাশ্বতী' (১৭০-১৭৯), ফিরে এসো, চাকা-র একটি কবিতা (১৮০-১৮৩), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী থেকে' (১৮৪-১৮৯), 'নিঝুমপুরের দিকে' (১৯০-১৯২)।

৫.'কবিতার ভাষা কবিতায় ভাষা' ঃ গদ্যগ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ, বাণীশিল্প প্রকাশনী, প্রকাশক অবনীন্দ্রনাথ বেরা, জানুয়ারি ২০০৪; ' ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী : প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ : চিত্রভাষার সন্ধানী বন্ধু ঈশ্বর চক্রবর্ত্তীকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০০; মূল্য : ২২০ টাকা।

সূচিপত্র : **কবিতার ভাষা** : 'চর্যাগানে আর্কিটাইপের বিন্যাস : একটি সমীক্ষা' (১১-২৪), 'কৃতবিদ্য কবি : ভারতচন্দ্র' (২৫-৩৩), চিত্ত-তোষিনী: হারিয়ে-যাওয়া কাব্যভাষা' (৩৪-৪৪), 'চিত্রাঙ্গদা: প্রতিমার অন্তরাল' (৪৫-৫৯), 'বনলতা সেন: কল্পচিত্রের সন্ধানে' (৬০-৬২), 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : কবিতার কড়া হাতুড়ি' (৬৩-৬৯), 'শেষের কবিতা' (৭০-৭৪)।

কবিতায় ভাষা : 'ভনই বিদ্যাপতি' (৭৫-৭৭), 'রামেশ্বরের ধানছড়া' (৭৮-৮১), 'শ্রীমধুসূদন: একটি এপিটাফ' (৮২-৮৯), 'সরোজকুমারী দেবীর একটি চুম্বন' (৯০-৯৩), পরিশোধ : এবং অথবার কবিতা' (৯৪-১০১), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : অপচয় (১০২-১০৬), 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : বর্ষশেষ' (১০৭-১১২), 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : নষ্টনীড়' (১১৩-১১৭), 'বনলতা সেন : ভাষাতাত্ত্বিক সমালোচনা' (১১৮-১২৭), 'সুকান্ত ভট্টাচার্য : হে মহাজীবন' (১২৮-১৩১), 'লোকনাথ ভট্টাচার্য : দুটি কবিতা' (১৩২-১৩৮), 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পাঠপ্রতিক্রিয়া (১৩৯-১৪৫), 'শঙ্খ ঘোষ : আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' (১৪৬-১৪৯), 'গৌরাঙ্গ ভৌমিক: তবু কিছু চুপ থাকে' (১৫০-১৫৪), 'রণজিৎ দাশ: স্মৃতিফলক' (১৫৫-১৫৭), 'জয় গোস্বামী : কবিতার ভূমিকা' (১৫৮-১৬৮)।

ভাষা, কবিতা ও ভাষা : 'চারটি শ্লোক : 'অনুবাদ ও অনুকথন' (১৬৯-১৭২), 'একটি শ্লোক : অনুবাদের বর্ণালি' (১৭৩-১৮২), 'এশিআর আলো : অন্য এক আভা' (১৮৩-২০০)।

৬.'কথাজিজ্ঞাসা' : গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৪, 'এবং মুশায়েরা'প্রকাশনী প্রকাশক:সুবল সামন্ত, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা-৯০, প্রচ্ছদ শিল্পীর উল্লেখ নেই; উৎসর্গ: উজ্জ্বলকুমার মজুমদারকে

জানুয়ারি, ২০০৪; ।

সূচিপত্র : 'কপালকুণ্ডলা : কথার কাব্যতত্ত্ব' (৯-২৯), 'বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর কথাসাহিত্যে শারীরিকতা' (৩০-৩৪), 'নষ্টনীড় অথবা চারুপাঠ-এর ভূমিকা' (৩৫-৪৩), 'অতিথি'র এক অনুচ্ছেদ : একটি ভাষাগত সমালোচনা' (৪৪-৫০), 'চিত্রকর' (৫১-৫৬), 'তিন সঙ্গী বা রবীন্দ্রনাথের ভীমরতি' (৪৪-৫০) 'একটি দিন : যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি' (৬২-৭০), 'প্রশ্ন-পরিচয়' (৭১-৭৫), 'সহস্র এক রজনীর একটি ও আঠারো কলার একটি এবং' (৭৬-৮৪), 'গ্রামবাংলার গাথাকার বিভূতিভূষণ' (৮৫-১০২), 'পথের পাঁচালী : সংস্কৃতিবীক্ষা' (১০৩-১১১), 'সখীঠাকরুণ : তারাশঙ্করের শেষ গল্পে পুরাণের গঠন' (১১২-১২২), 'বনফুলের পোষ্টকার্ডের গল্প

: কথনরীতির বিশ্লেষণ' (১২৩-১৩২), 'পাঠকের মৃত্যু : পাঠক্রিয়ার বিশ্লেষণ' (১৩৩-১৪১), 'ফ্রাইডে দ্বীপ ও ফ্রাইডে দ্বীপ' (১৪২-১৪৯), 'মহিষকুড়ার উপকথা বা মোষমানুষের এপিক' (১৫০-১৫৬), 'বিলাস বিনয় বন্দনা: দুই এ একে তিন' (১৫৭-১৬৯), 'চাঁদবেনে বা অভিযাত্রিক অমিয়ভূষণ' (১৭০-১৮০), 'অমিয়ভূষণের গল্পে দৃষ্টিবিন্দু : ভাষাগত সমীক্ষা' (১৮১-১৯০), 'লোকনাথ ভট্টাচার্যের তিনটি উপন্যাস (১৯১-২০৪), 'সমরেশ বসুর গল্পে জীবনদৃষ্টি' (২০৫-২১৪), 'দীপেন্দ্রনাথের রচনা : ভাষায় মতাদর্শ' (২১৫-২২১), 'গল্পকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়' (২২২-২৩২), 'চন্দ্রহাসের পত্র' (২৩৩-২৪০)।

৭.'পূর্বাপর' : গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ :জানুয়ারি ২০০৬; বাণীশিল্প প্রকাশনী,প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী : প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ : প্রণবেশ মাইতিকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৭৩, মূল্য: ১২৫ টাকা।

সূচিপত্র : 'প্রথম প্রেমকবিতা' (১১-২৮), 'ঋগ্বেদে কবি ও কবিতা' (২৯-৩৪), 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ : শুচিবায়ুর একদিক' (৩৫-৫৩), 'বার্টন, তাঁর আরব্য রজনী' (৫৪-৬০), 'অনাসক্তিযোগ ও হ্যামলেট' (৬১-৬৭), 'গ্যোয়েটের উপন্যাস পাঠের ভূমিকা' (৬৮-৮৩), 'তাসের দুই দেশের গল্প' (৮৪-৮৯), 'জেন ও কিয়ের্কেগার্দ' (৯০-৯৫), 'নীৎশে পাঠের নতুন ভূমিকা' (৯৬-১০৪), 'সমুচ্চ শিখর থেকে : নীৎশে' (১০৫-১১১), 'দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে : রিলকে ও রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গ' (১১২-১১৯), 'বোদলেআর : মধুসূদন' (১২০-১২৬), 'তীর্থযাত্রী: এলিএট রবীন্দ্রনাথ' (১২৭-১৩৭), 'একা দ্বারের পাশে সিমোন ওয়েইল' (১৩৮-১৪৫), 'ব্রেশট ও তাঁর কাব্যতত্ত্ব' (১৪৬-১৫৮), 'কাচের দরজা : সার্ত্র ও নিজান' (১৫৯-১৬৩), 'হবসন-জবসন' (১৬৪-১৬৮), 'মিথলজিস্ট সুকুমার সেন' (১৬৯-১৭৩)।

৮.'কবিকণ্ঠ': গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ,জানুয়ারি, ২০০৬, বাণীশিল্প প্রকাশনী,প্রকাশক:অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ: শ্রদ্ধাস্পদেষু বিষ্ণু বসুকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২৩, মূল্য: ১৫০ টাকা।

সূচিপত্র : 'সীতার অভিজ্ঞান' (১১-১৬), 'পুরাণপ্রতিমা চিত্রাঙ্গদা' (১৭-২৩), 'পথের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' (২৪-৩১), 'পরনকথা জীবনকথা' (৩২-৩৬), 'বাংলার ছড়া: একটি সংকলন প্রসঙ্গে' (৩৭-৪৫), 'ঐতিহ্য ও বাংলা কবিতা' (৪৬-৫১), 'জীবনানন্দর তিল: চিহ্নবিদ্যার আলোয় (৫২-৬৪), 'জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র' (৬৫-৬৯), 'কথার ভেতর কথা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য' (৭০-

৭৪), 'অন্নদাশঙ্করের কবিতা' (৭৫-৭৯), 'একলা পথিক লোকনাথ ভট্টাচার্য' (৮০-৮৭), 'রাজশেখর থেকে অলোকরঞ্জন' (৮৮-৯৫), 'কবি সুধেন্দু মল্লিক ও তাঁর কবিতা' (৯৬-১০১), 'ভূমেন্দ্র গুহর কবিতার প্রথম পর্যায়' (১০২-১২০), 'দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা' (১২১-১৩৪), 'রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা' (১৩৫-১৪০), 'সন্ত্রস্ত নীলিমা' (১৪১-১৪৬), 'কল্পনার কাঠামো' (১৪৭-১৫০), 'দুর্বোধ কবিতা প্রসঙ্গে' (১৫১-১৫৮), 'মুক্ত কবিতার দিকে' (১৫৯-১৬৪), 'গদ্যে-কবিতা' (১৬৫-১৭১), 'কবিতা পরিচয়: তপোভঙ্গ' (১৭২-১৮০), 'কবিতা পরিচয়: শেষ বসন্ত' (১৮১-১৮৬), 'কবিতা পরচিয়: সুচেতনা' (১৮৭-১৯১), 'কবির প্রার্থনা : অন্নদাশঙ্কর' (১৯২-১৯৪), 'চর্যাগান: ভূমিকা অনুবাদ ও টীকা' (১৯৫-২১৪), 'র‍্যাঁবো থেকে লোকনাথ' (২১৫-২১৭), 'বাংলা কবিতায় অনুবাদে বিকৃতি' (২১৮-২২৩)।

৯.'গদ্যগঠন': গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৬; বাণীশিল্প প্রকাশনী, প্রকাশক:অবনীন্দ্রনাথ বেরা ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ: শ্রদ্ধাস্পদেষু অনিমেষকান্তি পালকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৬৪; মূল্য: ১২৫ টাকা।

সূচিপত্র: 'খরা ও রবীন্দ্রনাথ' (১১-১৫), 'টুনটুনির বই' (১৬-২১), 'লীলাখেলা' (২২-২৭), 'বাংলা বাঙালি ও নীহারঞ্জন রায়' (২৮-৩৪), 'লোকনাথ ভট্টাচার্য' (৩৫-৪১), 'গদ্যকার লোকনাথ' (৪২-৪৭), 'উত্তর আধুনিকতা: এক অধ্যায়' (৪৮-৫৮), 'আধুনিকতা উত্তরআধুনিকতা' (৫৯-৬৩), 'বনফুলের স্থাবর' (৬৪-৭০), 'জঙ্গম বনফুল' (৭১-৭৭), 'অমিয়ভূষণের নির্বাস' (৭৮-৮২), 'লোকনাথের উপন্যাস: প্রথম পর্ব' (৮৩-৯০), 'অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে শিল্পসূত্রের সন্ধান' (৯১-১০৮), 'সত্যবতীর বিদায়: ছোটগল্পের বিশ্লেষণ' (১০৯-১১৪), 'এক স্তবক গদ্য' (১১৫-১১৯), 'হাসির বানান' (১২০-১২২), 'স্থাননামকোশ' (১২২-১২৪), 'আলিকালি' (১২৫-১২৮), 'রক্তকরবীর আকর' (১২৯-১৩৯), 'নাট্যকার লোকনাথ' (১৪০-১৪২), 'প্রাচীন ভারতীয় অভিনয়' (১৪৩-১৪৭), 'আবৃত্তির অনুষ্ঠান' (১৪৮-১৫১), 'আদিম শিল্প ও আধুনিক চলচ্চিত্র' (১৫২-১৫৫), 'চলচ্চিত্রের রূপতত্ত্ব' (১৫৬-১৫৯), 'চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব' (১৬০-১৬৪)।

১০.'পুরাণপ্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ': গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ:ফেব্রুয়ারি ২০০৭; প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ: অনুত্তম ভট্টাচার্যকে, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৩২; মূল্য: ১৫০ টাকা।

সূচিপত্র: 'ব্রাহ্মণ' (১৫-৩৯), 'পতিতা' (৪০-৭১), 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' (৭২-৯২), 'ভাষা ও ছন্দ' (৯৩-১০২), 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' (১০৩-১৪০) 'বিদায়-অভিশাপ' (১৪১-১৬৩), 'নরকবাস' (১৬৪-১৮৬), 'গান্ধারীর আবেদন' (১৮৭-২০০), 'সতী' (২০১-২৩২)।

১১.'গদ্যরূপ': গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১০;বাণীশিল্প প্রকাশনী, প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ: তপোধীর ভট্টাচার্যকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৭৬; মূল্য: ২০০ টাকা।

সূচিপত্র : 'চর্যাগান : ফিরে দেখা' (১১-২৪), 'মধুসূদন: ঔপনিবেশিকতা ও নব্য-ঔপনিবেশিকতা' (২৫-৩১), 'প্রেমের কবিতা মৃত্যুর কবিতা: জীবনানন্দ' (৩২-৩৫), 'কবিতা পরিচয়: বিষ্ণু দে' (৩৬-৩৮), 'কবিতা পরিচয়: অশোকবিজয় রাহা' (৩৯-৪৩), 'বিনয় মজুমদারের একটি কবিতা' (৪৪-৪৬), 'তরুণ সান্যালের কবিতা' (৪৭-৪৯), 'কবিরুল ইসলামের কবিতা' (৫০-৫২), 'সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতা' (৫৩-৫৬), 'ভাস্কর চক্রবর্তী: এক নতুন নির্জনতার কবিতা' (৫৭-৫৯), 'জন্মশতবর্ষে তিনজন কবি' (৬০-৬৮), 'ভারতের তত্ত্বের আলোয় বাংলা কবিতা পড়বার ভূমিকা' (৬৯-৭৭), 'ভারতীয় সাহিত্যের একদশক: তুলনামূলক পরিচয়' (৭৮-৮৮), 'বুদ্ধদেব বসুর গল্প' (৮৯-১০১), 'বিনয় ঘোষের গদ্য' (১০২-১১২), 'বাংলা সাহিত্যপত্র: সংস্কৃতিবীক্ষা' (১১৩-১২১), 'কোসম্বীর ভর্তৃহরি' (১২২-১২৭), 'বাংলা কবিতার ইংরিজি অনুবাদ' (১২৮-১৪২), 'জেন, অস্তিবাদ ও বেকেট' (১৪৩-১৪৮), 'ডন কুইক্সোট : উপন্যাসের পূর্বসূত্র' (১৪৯-১৫৪), 'রোগ আরোগ্য ও রবীন্দ্রনাথ' (১৫৫-১৬৩), 'শিল্প ও সাহিত্য' (১৬৪-১৭৩), 'যৌনতা শব্দ বিষয়ে মন্তব্য' (১৭৪)।

১২.'পদচিহ্ন চর্যাগীতি': গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১১; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, কলকাতা-৩২;প্রকাশক: প্রদীপ কুমার ঘোষ, প্রচ্ছদ শিল্পী : আব্দুল কাফি; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২১; মূল্য: ৫০ টাকা।

১৩.'বিষয় কবিতা' : গদ্যগ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ :ডিসেম্বর, ২০১১,বাণীশিল্প প্রকাশনী, প্রকাশক:অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ: স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ : সঞ্জীব মহারাজকে, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৫৫; মূল্য: ২৫০ টাকা।

সূচিপত্র: 'কবিকাহিনী' (১৩-১৯), 'কবিতা, তুমি কার ?' (২০-২৬), 'কবিতায় ভাসা, কবিতায় ডোবা' (২৭-৩৩), 'কবিতা হওয়া না-হওয়া' (৩৪-৪৯), 'পাঠ্যকবিতা অপাঠ্যকবিতা'

(৫০-৬৬), 'কবিতার ইতিহাস, কবিতায় ইতিহাস' (৬৭-৮৪), 'কবিতার অনুবাদ' (৮৫-৯২), 'বিষ্ণু দে-র এলিএট' (৯৩-১০৩), 'কামোঞ্জেস ও তাঁর কাব্য' (১০৪-১০৯), 'কালোদের কবিতা' (১১০-১২২), 'ধ্বনি আর রঙ' (১২২-১২৯), 'সুন্দরের দূরত্ব' (১৩০-১৩৫), 'ছড়ার গঠন' (১৩৬-১৪৭), 'গৌড়ী রীতি' (১৪৮-১৫২), 'কাব্যসাহিত্য চর্যাগীতিকোষ' (১৫৩-১৬৬), 'কমলে কামিনীর উৎস সন্ধানে' (১৬৭-১৮২), 'ঋগ্‌বেদের কবিতায় ভাষাভাবনা' (১৮৩-১৮৯), 'মেঘনাদবধ কাব্য: চিত্রনাট্যের খশড়া' (১৯০-১৯৪), 'প্রাণ' (১৯৫-২০৪), 'কবিতার ভাষা: 'নৈবেদ্য ৮৭' (২০৫-২১২), 'ঘাস' (২১৩-২১৮), 'শাশ্বতী' (২১৯-২৩০), 'ফিরে এসো, চাকা-র একটি কবিতা' (২৩১-২৩৫), 'নিঝুমপুরের দিকে' (২৩৬-২৩৯), 'একটি গণসংগীতের শৈলীবিচার' (২৪০-২৫৫)।

অনুবাদ গ্রন্থ

১.'আজারবাইজানের প্রাচীন কবিতা': অনূদিত গ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ; ১৯৮০, সারস্বত লাইব্রেরী, প্রকাশক: তরুণ সান্যাল, ৩১/২, ড. ধীরেন সেন সরণী, কলকাতা-৬; প্রচ্ছদ: উল্লেখ নেই; উৎসর্গ: উল্লেখ নেই। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৪, মূল্য: ২ টাকা।

সূচিপত্র: 'তাব্রিজের ভূমিকম্প'/ গাতরান তাবরিজি(৫), 'কাসিদা' / নিজামি গণজেভি(৬), 'খস্‌ক - ফরহাদ সংবাদ'/ 'নিজামি গনজেভি (৭), 'প্রেমগীতি' / খগনি শিরবানি (৮-৯), 'রুবাই' / মেঘসেতি - খানুম-গঞ্জেভি (১০-১২), 'মজনু: দুর্ভাগ্যের পূর্বক্ষণ' / ফিসুলি মুহম্মদ সুলেমান - ওগলি (১৩-১৪), 'পাথর'/ শাহ - ইসমাইল - হাতাই (১৫), 'দেখো যেন' / আশুক আব্বাস দিভার গানলি (১৬), 'শামাম' / মোল্লা পানাখ ভাজিক (১৮), 'যা' / আশুক খাস্তাকাসুম (১৮), 'গজল' / মিরজা শফি ভাজেখ (১৯), 'চাষি আর ধান' / সয়ীদ আজিম' শিরবানি (১৯-২০), 'প্রাপ্য' / কাসুম বেক জাকির(২১), 'আমার ছেলে আব্বাসকে' / খুরশিদ ভাজেখ (২৩), 'গজল' / মিরজা শফি ভাজেখ (২৩-২৪)।

২.'জেন গল্প': অনূদিত গ্রন্থ;প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৮৮, বাণীশিল্প প্রকাশনী, প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: হিরণ মিত্র; উৎসর্গ: মুন্নিকে; পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৫, মূল্য: ২০ টাকা।

সূচিপত্র : 'সুখী চিনেম্যান' (২৩), 'বুদ্ধ' (২৩-২৪), 'কাদা রাস্তা' (২৪), 'শাউনের মা' (২৪-২৫), 'শুনকাইয়ের গল্প' (২৫-২৯), 'বুদ্ধত্ব' (২৯), 'কৃপণ শিক্ষা' (২৯-৩০), 'একপাত্র চা'

(৩০-৩১), 'উলুবনে মুক্তো' (৩১-৩২), 'তাই কী' (৩২-৩৩), 'মুক্ত প্রেম' (৩৩-৩৪), 'মহোর্মি' (৩৪-৩৭), 'চন্দ্র' (৩৭), 'অন্ত্যমিল' (৩৭-৩৮), 'ধর্মদেশনা' (৩৮-৩৯), 'প্রথম সূত্র' (৩৯), 'এক হাতে তালি' (৩৯-৪০), 'মায়ের কথা' (৪০-৪৩), 'এশুনের বিদায়' (৪৩), 'সূত্রপাঠ' (৪৩-৪৪), 'আর তিন দিন' (৪৪), 'কিছু নেই' (৪৪), 'কাজ নেই খাবার নেই' (৪৫), 'আপন ভাণ্ডার' (৪৫), 'জল নেই চাঁদ নেই' (৪৫-৪৬), 'পরিচয় পত্র' (৪৬), 'সুখের স্বর' (৪৬-৪৯), 'সর্বশ্রেষ্ঠ' (৪৯), 'রত্নযোগ' (৪৯), 'মোকুসেনের হাত' (৪৯-৫০), 'জীবনে হাসি' (৫০), 'সবসময় জেন' (৫০), 'পুষ্পবৃষ্টি' (৫১), 'গিশোর কাজ' (৫১), 'দিবানিদ্রা' (৫২), 'সূত্র প্রকাশ' (৫২-৫৫), 'স্বপ্নে' (৫৫), 'যোশু-র জেন' (৫৫), 'মৃত্তের উত্তর' (৫৬), 'ভিক্ষুকের জেন' (৫৬-৫৭), 'ভুল ঠিক' (৫৭), 'ঘাসবোধি গাছ বোধি' (৫৭-৫৮), 'শেষ মার' (৫৮), 'চোর থেকে শিষ্য' (৫৮-৬১), 'কৃপণ শিল্পী' (৬১-৬২), 'স্বেদ' (৬৫), 'সম্রাটের সন্তান' (৬৬), 'কথকের জেন' (৬৬-৬৭), 'তর্জনী' (৬৭), 'মার্জনা' (৬৭), প্রাক-বুদ্ধ (৬৭-৬৮), 'পাত্র' (৬৮), 'তিন ঘা' (৬৮-৭১), 'অলৌকিক' (৭১), 'ঘুমিয়ে পড়ুন' (৭১-৭২), 'ধুনোদানি' (৭২), 'একতান' (৭৩), 'কথা ও কাজ' (৭৩-৭৪), 'পাথর মন' (৭৪), 'উন্নতি' (৭৪-৭৫), 'মেজাজ' (৭৫), মৌন (৭৫-৭৬), 'ছ-সের' (৭৬), 'সংশোধন' (৭৬), 'বুদ্ধু রাজা' (৭৯), 'বন্ধু' (৭৯), 'না-কথা, না-স্তব্ধতা' (৭৯), 'নির্বাণ' (৮০), 'বিচ্যুতি' (৮০), 'ঘট' (৮০-৮৩), 'দর্শন' (৮৩), 'নিশীথে' (৮৩), 'একফোঁটা' (৮৪), 'মানবতার সৈনিক' (৮৪), 'বীক্ষা' (৮৪-৮৭), 'নিয়তির হাত' (৮৭), 'স্তব্ধ মাঠ' (৮৮), 'তোসুইয়ের মদ' (৮৮), 'পরম পাঠ' (৮৮), 'ধন্যবাদ' (৮৯), 'তেতো তরকারি' (৮৯-৯০), 'নিরাসক্তি' (৯০), 'ইষ্টিপত্র' (৯০), 'স্বচ্ছবোধ' (৯০-৯২), 'কালো-নাক বুদ্ধ' (৯২), 'সুড়ঙ্গ' (৯২-৯৩), 'সম্রাট ও সাধক' (৯৩), 'ঋত' (৯৩), 'তোরণ' (৯৫)।

৩.'জেন কবিতা' : অনূদিত গ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৯০। অর্চনা প্রকাশনী, প্রকাশক: অমলা চক্রবর্তী, ১২/৬ পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা-৬০; প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ: বাবার স্মৃতির উদ্দেশে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০২।

সূচিপত্র: 'বাশো' (০৩-০৯); 'কিকাকু' (৯-১০); 'বসোন' (১০-১২), 'তাইগি' (১৭-১৮), 'ইসা' (১৮-৩০), 'বোসো' (৩১-৩২), 'হোকুসাই' (৩২), 'সুতো-জো' (৩২), 'কিতো' (৩৩), 'সোনো-জো' (৩৩), 'কিয়োরাই' (৩৪), 'রাণসেৎসু' (৩৪-৩৫), 'ওনিৎসুরা' (৩৫),

‘কিওরোকু’ (৩৫-৩৬), ‘শিকো’; এৎসুজিন’; ‘বোনচো’(৩৬), ‘সোদো’; ‘তানতান’ ‘কানা-জো’ (৩৭), ‘ইআউ’; ‘সিওদাই’ (৩৮), ‘শিরাও’ (৩৮-৩৯), ‘চিত্তজো’; রিওতা’ (৩৯), ‘হাকুইন’; ‘সোবাকু’; ‘সাইমারো’; ‘রাইজান’; ‘বোরিউ’ (৪০), ‘সোগি’; ‘সোকান’; ‘চিউন’; (‘হোইৎসু’; ‘সামপু’ (৪৩), ‘কাকেই’; ‘চিগেৎসু’; ‘মোকুসেৎসু’; ‘ওৎসুইউ’; ‘সোইন’ (৪২), ‘সোরা’; ‘চিনেজো’; ‘বাকুসুই’; ‘শিসেকেই’; ‘শোহা’ (৪৩), ‘শোজান’; ‘মাসাহিদে’ (১৫৭), ‘শিকি’ (৪৩-৪৫), ‘তাকাহাসি’ (৪৫-৪৬), ‘দোগেন’; ‘শোইচি’; ‘রিউজান’ (৪৬), ‘মুসো’; ‘দাইতো’; ‘গাসান’ (৪২); ‘সেৎসুদো’; জাকুশিৎসু’, ‘চিকুসেন (৪৩) ‘জুয়ো’; ‘ফুমোন’; ‘শুতাকু’ (৪৪), ‘রিউশু’; ‘শুনোকু’; ‘তেসসু’; ‘ৎসুগেন’ (৪৫), ‘শুচু’, ‘গিদো’; ‘কুকোকু’; ‘জেক্কাই’ (৪৬); ‘রেইজান’ (৪৬-৪৭), ‘মিওউ’; ‘আইচু; ‘হাকুগাই’ (৪৮), ‘কোদো’ (৪৮-৪৯), ‘ইককিউ’; ‘কোকাই; (৫০), ‘নেনশো’ (৫০-৫১), ‘গেনকো’; ‘সাইশো’; ‘ইউশুন’ (৫২), ‘তাকুআন’ (৫২-৫৩), ‘শুদো’; ‘দাইশু’; ‘উনগো’ (৫৪), ‘মানান’; ‘তোসুই’; ‘সেনগাই’; ‘বাইহো’(৫৭), ‘মানজান’; ‘তোকুও’; ‘হাকুইন’ (৫৮), ‘রিওকান’; ‘কোগান’; ‘কোসেন’ (৫৯), ‘কানদো’ (৫৯-৬০), ‘নানতেমেবো’; ‘ফুগাই’; ‘সোদো’ (৬০), ‘বুনান’; ‘মুৎসুহিবো’; ‘মোকুসেন’ (৬১), ‘সোত্রন’ (৬১-৬২), ‘তেসসহু’; রেইতো’ (৬৩), ‘চিজু’ (৬৩-৬৪), ‘কিশু’; ‘কাইগেন’; ‘সোতোবা’; ‘হোগো’ (৬৫); ‘হোইন’; ‘শোফু’; ‘হাকুয়ো’; ‘মাকুশো’ (৬৬); ‘সুইআন’; ‘আনবান’; ‘সোআন’; ‘চিফু’ (৬৭); ‘গেকুৎসু-সেই’; ‘মোআন’; ‘সোজুসান’; ‘কেপপো’ (৬৮), ‘কুচু’; ‘দানগাই’; ‘তেককান’; ‘মুমোন-একাই’ (৬৯), ‘শিগইয়ো’; ইআকুসাই’; ‘সেইগেন-ইউনিন’; ‘নান-ও-মিয়ো’ (৭০), ‘দাইচু’; ‘দোকাই’; ‘কিওনিন’; ‘কোকো’(৭১); ‘নিয়েজো’; ‘সেইহো’; ‘গিওসো’; ‘বুন-এৎসু’ (৭২), ‘শোজান’; ‘ইয়োকেৎসু’; ‘হোমিয়ো’; ‘জুইআন’ (৭৫), ‘গোশিন’; ‘শোকাকু’; ‘কেইনান’; ‘জোউন’ (৭৬), ‘আনচো’; ‘সোকো’; ‘সিতাই’; ‘মিয়োতান’ (৭৭), ‘একি’; ‘তেস্সহো’; ‘চিৎসু’ (৭৮), ‘মিয়োরিন’; ‘দাইসেন’; ‘কিকো’ (৭৯); ‘সেকিয়ো’; ‘সোজো’; ‘ইচিগেন’ (৮০), ‘চীনা জেনসংহিতা থেকে হৃদয় বিশ্বাস’ (৮১-৯১); ‘বোধি পথের গান’ (৯৩-১০২)।

৪.‘জেন গল্প জেন কবিতা’: অনূদিত গ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০০৪:বাণীশিল্প প্রকাশনী’, প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রচ্ছদ: প্রণবেশ মাইতি; উৎসর্গ: বাবার স্মৃতির উদ্দেশে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২৩; মূল্য: ১০০ টাকা।

৫.'শ্রীচৈতন্যর কবিতা' : অনূদিত গ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০৯; আর.এন.আর এন্টারপ্রাইজ, প্রকাশক: শঙ্কর সরকার, ৯/৩ একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯; প্রচ্ছদ শিল্পী: হিরণ মিত্র; উৎসর্গ: শ্রী বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়কে; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৫, মূল্য: ৫০ টাকা।

সূচিপত্র : ভূমিকা (৯ - ২১) অনুবাদ ও টীকা (৩১)

১. শিক্ষাষ্টক (৩৩-৫০)

২. জগন্নাথ-অষ্টক (৫১-৬৮)

৩. প্রকীর্ণ - কবিতা (৬৯)

মূল রচনা ৮৫

পরিশিষ্ট - ৯১

শিক্ষাষ্টক : কৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুবাদ।

'রমাকান্ত রথ': অনূদিত গ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ: ২০১১; প্রকাশক : সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা।

সম্পাদিত গ্রন্থ

১) 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৭৮

২) 'সিনেমার শিল্পরূপ', মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি, ১৯৯৪

৩) 'লোকনাথ ভট্টাচার্য জীবন ও সাহিত্য', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১/২০০০

৪) 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী', ১ম খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৩

৫) 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী', ২য় খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৪

৬) 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৫

৭) 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী', ৪র্থ খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৬

৮) 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী', ৫ম খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৮

৯) 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী', ৬ঠ খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৪

১০) 'লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী', ৭ম খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১২

১১) 'বাংলা উপন্যাস রচনাবলী সমীক্ষা', ১ম - ২য় খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৭–২০০৮

১২) অসীম রায় উপন্যাস সমগ্র, ১ম - ৩য় খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯ - ১১

১৩) অসীম রায় উপন্যাস সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১২

সহযোগে সম্পাদিত গ্রন্থ

১) ‘গ্যোয়েটে’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০০

২) ‘নীৎশে’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১

৩) ‘হ্যামলেট’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৩

৪) ‘আরব্য রজনী’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৪

৫) ‘কিয়ের্কগার্দ’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৫

৬) ‘জাঁ পল সার্ত্র’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৬

৭) ‘স্যামুয়েল বেকেট’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৭

৮) ‘দন কিহোতে’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৭

৯) ‘দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৮

১০) ‘সমিন দ্য বোভেয়ার’, এবং মুশায়েরা, ২০১০

১১) ‘তলস্তয়’, এবং মুশায়েরা, ২০১২

১২) ‘কথাকোবিদ-রবীন্দ্রনাথ’, এবং মুশায়েরা, ২০১২

চিত্রনাট্য

১) ‘মেঘনাদবধকাব্য’

২) ‘অভিযাত্রিক’, বিতর্ক, কলাকাতা, ১৯৯৫, অভিযাত্রিক, কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কিত তথ্যচিত্র। ধীমান চক্রবর্তী ও ঈশ্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে। ১৯৯৫ -এ ইন্ডিয়ান প্যানোরমা এবং ১৯৯৪-এ বোম্বে আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র উৎসবে দেখানো হয়।

৩) ‘ট্রেইল - ব্লেজার’, নেতাজীকে নিয়ে তথ্যচিত্র,১৯৯৫

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ (নির্বাচিত)

১) ‘লোকনাথ ভট্টাচার্য’, বাংলা আকাদেমি পত্রিকা, ২০০১

২) ‘একা পথিকের আকর অসমাপ্ত বৃত্তান্ত’, দেশ, ২০০১

৩) ‘রক্তকরবীর আকর’ বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩

৪) ‘শিল্প ও সাহিত্য’, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫

৫) ‘খরা ও রবীন্দ্রনাথ’, জ্বলদর্চি, ২০০৫

৬) ‘কৃত্তিবাসের রামায়ণ: শুচিবায়ুর একদিক’, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২০০৬

৭) ‘পয়ারে প্রভাবে’, বইয়ের দেশ, ২০০৬

৮) ‘ভাষা ও ছন্দ : বরীন্দ্রনাথের কবিতা’, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২০০৬

৯) ‘কবিতা পরিচয়’, সূর্যদেশ, ২০০৬

১০) ‘মধুসূদন : ঔপনিবেশিকতা ও নাব্য ঔপনিবেশিকতা, ঔপনিবেশিক ও নাব্য ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্য’, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং অ্যাকাদেমিক স্টাফ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

১১) ‘রোগ, আরোগ্য ও রবীন্দ্রনাথ, একালের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র সাহিত্য পথ’, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

১২) ‘সুন্দরের দূরত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য’, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

১৩) ‘কাব্য সাহিত্য চর্যাগীতি কোষ ঃ বাংলা’, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০

১৪) ‘যোগাযোগ : আইকনের সন্ধানে’, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, অসম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১

১৫) ‘আধুনিক ভারত – সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ’, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১

বক্তৃতা

১) ‘লোকনাথ ভট্টাচার্য’, ম্যাক্সমুলার ভবন, কলকাতা ২৬ এপ্রিল ২০০১

২) ‘বিষয় ঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাদেমি, ২৭মে ২০০১

৩) ‘বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা’, শিশির মঞ্চ, কলকাতা, ২ সেপ্টম্বর ২০০১

৪) ‘লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী রজত জয়ন্তী স্মারক বক্তৃতা’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাদেমি, কলকাতা ২৩ জুন ২০০২

আলোচনা

১) ‘বনলতা সেন : ভাষাতাত্ত্বিক’, ভট্টর কলেজ, দাঁতন, ২২.৩.২০০৩

২) ‘উচ্চতর আধুনিকতা ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১১.৩.২০০৪

৩) ‘বাংলা কবিতা ও দুর্বোধ্যতা’, পিকে কলেজ, কাঁথি, ২২.১২.২০০৪

৪) ‘শিল্প ও সাহিত্য’, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ০৮.০২.২০০৫

৫) ‘অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত’, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২১.০২.২০০৫

৬) ‘ অন্নদাশঙ্করের কবিতা’, জাতীয় সেমিনার, সাহিত্য আকাদেমি ২৪.৩.২০০৫

৭) ‘প্রাচীন ভারতে নাট্য অভিনয়’, পি.কে. কলেজ কাঁথি, ২৯.১১.২০০৫

৮) ‘বাংলা ছন্দ’, বেথুন কলেজ, কলকাতা, ০৭.১২.২০০৫

৯) ’ সন্ত্রাস ও কবিতা’ , বাংলা কবিতা উৎসব, বাংলা আকাদেমি, ০৮.১২.২০০৫

১০) ‘রবীন্দ্রনাথের আখ্যান কবিতা’, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪.১২.২০০৫

১১) ‘রবীন্দ্রনাথের ও আধুনিক কবিতা’, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২২.১২.২০০৫

১২) ‘ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত ও মধুসূদন’, অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮.৩.২০০৬

১৩) ‘চর্যাগীতিতে নিম্নবর্গ’, অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

১৪) ‘অনুবাদ ও সাহিত্য’, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০.৩.২০০৭

১৫) ‘প্রাক্ খসড়া রবীন্দ্রনাথের লোকসমাজ ভাবনা’, খেজুরী কলেজ, ১৯.০১.২০১২

১৬) ‘সাম্প্রতিক ছোটগল্পের গতি-প্রকৃতি’, খেজুরী কলেজ, ১৫.৩.২০১২

কবি জীবনের অধিকাংশ রচনা ও রচনার প্রকাশ কালানুক্রম তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এর বাইরেও হয়তো অনেক বিষয় অনুল্লেখিত থেকে গেল।

তথ্যসূত্র

১। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের ভাষ্য অনুযায়ী কবির জন্মস্থান 'মাতৃসদন' এর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

ঠিকানা: মাধবেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, বাসন্তীতলা লেন, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০.০৩.২০১৮।

২। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের ভাষ্য অনুযায়ী এই তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ঠিকানা: মাধবেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, বাসন্তীতলা লেন, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪.০৯.২০১৮।

৩। তদেব, ১৭.০৯.২০১৮।

৪। তদেব,২৬.৯.২০১৮

৫। তদেব,২৬.৯.২০১৮

৬। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের 'আলো' পত্রিকায় বিদ্যালয়ের বটগাছকে নিয়ে 'ন্যগ্রোধ' নামে একটি কবিতা লেখেন। (রবীন্দ্র গবেষক শ্রী অনুত্তম ভট্টাচার্যের সাথে সাক্ষাৎকার (পরিশিষ্ট পৃ. ২৩৭) স্মৃতিচারণে তিনি দাবি করেছেন এটি কবি বীতশোকের সম্ভাব্য প্রথম কবিতা)। 'ন্যগ্রোধ' বটগাছের সংস্কৃত নাম। কবিতাটি নিম্নরূপ:

"শিক্ষা আয়তনটিকে দেখা যায় এক বটবৃক্ষের প্রতীকে
সে এক মণ্ডলীবট, জেগে থাকা প্রসিদ্ধ ও দীর্ঘায়ু ন্যগ্রোধ,
সমষ্টির চেতনার আর কৌম নির্জ্ঞানের অন্ধকার রোদ
ঊনিশের ঘুম আর নবজাগরণ থেকে একুশশো অন্তরের দিকে
ক্রমশই প্রসারিত। শাখা বাহু থেকে নামা বাহু অবরোহী
জীবনের বীজমন্ত্র মূলমন্ত্র খুঁজে ফেরে; কিছু কাণ্ডজ্ঞানে
বা পল্লবগ্রাহিতায় জেনে নেয় শব্দ অর্থ অস্তিত্বের মানে;
কোমল রোমশ পাতা কৈশোরের মর্মরিত আলাপে বিজয়ী।

মেধায় শ্রুতিতে সব লভ্য নয়। বোধনের ভিন্ন অর্থ বোঝে বোধিবট;
সে চায় না তার তলে স্বার্থপর আত্মলীন সুন্দর সমাধি;
সে চায় মর্মরে স্তব্ধ উচ্চকিত জীবনের বাদী প্রতিবাদী
এবং সংবাদী সুরে ঐকতানে অঙ্গীকার সংবদ্ধ শপথ।
শৈশবের ঋদ্ধ স্মৃতি জটায় কোটরে বয়ে বৃক্ষবাসী যক্ষের মতন
সে ধরে রেখেছে মৃত্যুজীবন এবং আরো পুনরুজ্জীবন।" ('আলো', ১৯৬২, পৃ. ২৩)

৭। 'নতুন বাংলা সমালোচনা' প্রবন্ধ থেকে একটু অংশ তুলে দেওয়া হল (রবীন্দ্র গবেষক শ্রী অনুত্তম ভট্টাচার্যের সাথে সাক্ষাৎকার স্মৃতিচারণেও এটির উল্লেখ আছে):

"গত শতাব্দীতে ফরাসী সমালোচনায় আঙ্গিক বর্জনের ঝড় উঠেছিল। জুল লেম্যত্রে বা আনাতোল ফ্রাঁসে যাঁরা ছিলেন এই রীতির পৃষ্ঠপোষক তাঁদের বিতর্কিত রচনা আজও অনেক বিদগ্ধ পাঠকের আকাঙ্ক্ষিত। আনাতোল ফ্রাঁসে বলেছিলেন যে সমালোচক তৈরি করেন না শব্দের মায়াজাল বা করেন না সাহিত্যের বিচার; সমালোচকের সংবেদনশীল আত্মা হলো শিল্পীর শ্রেষ্ঠতম অবদানগুলির দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার লিপিকার। ('আলো', ১৯৬৬, পৃ. ১৭)

৮। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক পত্রিকা 'আলো'-তে প্রকাশিত কবি বীতশোকের প্রবন্ধ ও কবিতার ফটোকপি —

সমালোচনা ও প্রগতি

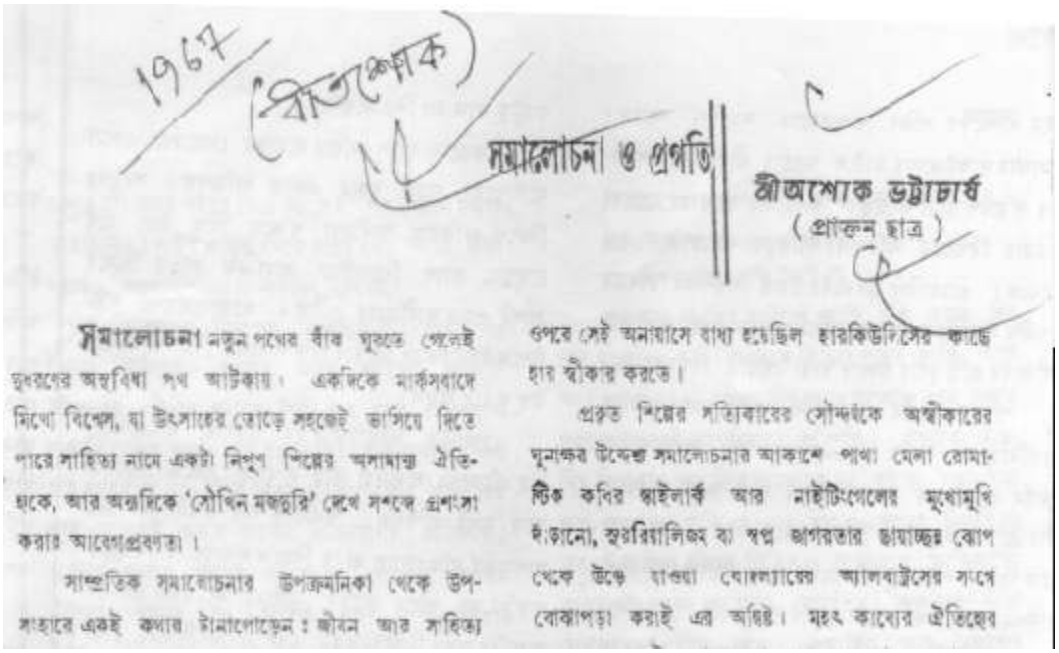

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য
(প্রাক্তন ছাত্র)

সমালোচনা নতুন পথের বাঁক ঘুরতে গেলেই দুধরণের অসুবিধা পথ আটকায়। একদিকে মার্কসবাদে মিথ্যে বিশ্বেষ, যা উৎসাহের ঝোঁকে সহজেই ভাসিয়ে দিতে পারে সাহিত্য নামে একটা নিপুণ শিল্পের অলাদাঘ্র ঐতিহ্যকে, আর অন্যদিকে 'সৌখিন মজদুরি' দেখে সশব্দে প্রশংসা করার আবেগপ্রবণতা।

সাম্প্রতিক সমালোচনার উপক্রমনিকা থেকে উপসংহারে একই কথার টানাপোড়েন: জীবন আর সাহিত্য

ওপরে সেই অনায়াসে বাধা হয়েছিল হারকিউলিসের কাছে হার স্বীকার করতে।

প্রকৃত শিল্পের সত্যিকারের সৌন্দর্যকে অস্বীকারের দুঃসাহসী উদ্দেশ্য সমালোচনার আকাশে পাখা মেলা রোমান্টিক কবির স্কাইলার্ক আর নাইটিংগেলের মুখোমুখি দাঁড়ানো, সুররিয়ালিজম বা স্বপ্ন জাগরতার ছায়াচ্ছন্ন ঝোপ থেকে উড়ে যাওয়া বোদল্যারের অ্যালবাট্রসের সঙ্গে বোঝাপড়া করাই এর অস্তিত্ব। মহৎ কাব্যের ঐতিহ্যের

'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'। শিল্পী তাই যদি আজও আত্মতৃপ্তির মানসদুর্গে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে থাকেন, অলকার ওয়াইল্ডের মতো নামতে না চান শিল্পের গজদন্ত মিনার থেকে, তবে তিনি মস্তবড়ো ভুল করবেন। গোটা সমাজটাই যদি শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন হ'ত তাহলে রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের ভাবগত বিন্যাস আমাদের কাছে হয়তো বা 'পরীর রাজ্য' বলে মনে হত না ; আধুনিক কবি হয়তো বলে উঠতেন না অস্থির অনাস্থায় :

"রবীন্দ্র ব্যবসা নয় উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে / চিরস্থায়ী জাহ্নবীকে বাঁধিনা, বরং / আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে/সমুদ্রের দিকে চলি।"

জীবনের স্রষ্টকে তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দেওয়া সাহিত্যকৃতির সেরা শপথ। শিল্পীর দৃষ্টি প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে তোলে জীবন দেবতার আরতির ঊর্দ্ধমুখীন শিখাগুলি। জীবনের সংগে যখন সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে সাহিত্য তখনই তা পর্যবসিত হয় কৃত্রিমতায়। হেলেনীয় পুরাণের দৈত্যাকৃতি আন্টিয়ুস, মাটির সংস্পর্শ যাকে নিত্যনবীন শক্তির আধার করে রেখেছিল, মাটির সংগে হয়তো এই সমালোচনা খাপ খাবেনা, তুলনামূলক উৎকর্ষের বিচারে হয়তো এর স্থান হবে না খুব উঁচুতে, তবু প্রত্যাশারক্ত এই প্রতিপাদ দৃঢ়তার সাথে মনে করিয়ে দেবে নতুন করে যে আমাদের সময়ের সেই শিল্পকৃতিগুলিরই শিকড় সংশয়রহিত যারা কিছু না কিছু পরিমাণে বাস্তব পৃথিবীতে বদ্ধমূল।

সংস্কৃতিকে একটা আলাদা কিছু বলে ভাবা বা দেখা আমাদের অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে। কর্মের থেকে মুক্তিকে আমরা শিল্পী প্রতিভা বিকাশের প্রয়োজনীয় শর্ত বলে মনে করতে বাধ্য। আমরা ভুলে যাই যে বুদ্ধিজীবিদের শ্রম বিভাগ, যা আজ বিস্তারিতভাবে বিভাবকল্প, তা বস্তুতপক্ষে আধুনিক ব্যাপার। এমনও একদিন ছিল যখন কারুশিল্পী আর কারিগরের গোত্রভেদ ছিল অকল্পনীয়। সংস্কৃতি ও মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা মনে রেখেই ফ্রয়েড বলেছিলেন সংস্কৃতির পোষাক মানুষের গায়ে চাপানো হয়েছে কৃত্রিমভাবে, জোর করে। বুদ্ধিজীবী মহলে তাই আজ এত সংকোচ, আত্মস্থ হবার চেষ্টাতেও অস্বাভাবিক দ্বিধা। ধনতান্ত্রিক পৃথিবীতে সামাজিক ক্রিয়া-

কর্মে লেখকের সক্রিয় অংশগ্রহণের অসুবিধা অনেক। সভ্যতার সংকটগুলোর ফাটলে অসহায় জীবনযাত্রা স্পর্শাতুর পরিবেশ রচনা করেছে। কপট হিংসা আর মানুষের শঠতায় বিস্ময়কর অবিশ্বাস সবকিছুর সাধারণ মার্কা হয়ে পড়েছে। প্রায়োগিক উৎকর্ষের উন্মত্ত অনুশীলন যেখানে সাধনীয় সামগ্রীর স্থান নেয় সেদিনের রচনায় শিল্প সাহিত্যের সৌন্দর্যের প্রতি ঘৃণার উদ্গার থাকা মোটেই বিস্ময়কর নয়।

পারঙ্গম শিল্পীর নিরাশক্তির দাবী এমন অবস্থায় অপ্রতিরোধ্য। সমাজ নয়—সাহিত্যে যদি লেখক সর্বস্ব সমর্পন করেন এক অপ্রচল স্থৈর্যে তবে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর প্রতিভা অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাবে। যদি তাঁর মতে সমাজের পরিবেশ পরিবর্তনের জন্যে বিবেকবান শিল্পী স্বাভাবিকভাবেই আত্মসচেতন, তবে বুঝতে হবে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন অগ্নিপরীক্ষার ক্রমিক উত্তরণের দিকে। বর্তমানের লেখকেরা তাই অতীতের চোরাবালিতে পা রাখতে গিয়ে ফাঁপরে পড়েন, আধুনিক কবির সাথে সুর মেলান, "কোথায় পুরস্কার? / অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?" আধুনিক কাব্য তাই লেখা হয় শুষ্ক শব্দের সম্মোহে, অনিকতটুকু লাভ হল শিল্প সংস্কৃতির?

কডওয়েল কারণ দেখিয়ে বলেছেন লেখকেরা এখনো বুর্জোয়াদের সংহত বন্ধনে একান্ত ব্যক্তিগত। সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খুঁজতে গিয়ে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ শিল্পসৃষ্টিকে সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতীক। আত্মাবলোপের পরিশীলনে ঈর্ষনীয়ভাবে নিঃস্বার্থ হতে পারলেই শিল্প স্বার্থকতায় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠবে।

রোমান্টিক আত্মচিন্তনে যে পরিণামী জীবনবোধের চিত্র এঁকেছেন লেখকেরা তার সার্থকতা সম্বন্ধে পাঠকেরা আজ যথেষ্ট সন্দিহান। অর্থনীতি বা রাজনীতির প্রশ্ন সংশয়াকুল করে তোলে না যে শিল্পকে সাধারণ মানুষ তাকে কতদিন সহ্য করতে পারে? দুনিয়ের কয়েকজন যেখানে সংস্কৃতির রক্ষক নির্বাচিত হন সেখানে ফ্যাসিজমের কুক্ষিগত হয়ে এক সময় পৃথিবীর সবচেয়ে শিক্ষিত জাতির যে পরিণতি হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। স্বার্থপরতা আর সামাজিক দায়িত্বহীনতা, যা হল তথাকথিত স্বাধীনতার উল্টোপীঠ, তার দুলোয় শুয়ে আর কতদিন তুলোয় করে

শয় অস্থুস্থতার তাড়নায় ; মনস্তত্ত্বের রঞ্জনরশ্মিপাতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বিদগ্ধজনাধিক শুষ্ক ছোট গল্প। কিছুই যেন হৃদয়সঞ্জাত নয়—মূলত মস্তিষ্কপ্রসূত। জীবনের প্রতি পদের জটিলতায় ভারাক্রান্ত পাঠককে তারা ইঙ্গিত দেয় বিচারশূন্যতাই হচ্ছে বোধ ও বুৎপত্তির চাবিকাঠি। সাম্প্রতিক অবক্ষয়ী সাহিত্য নির্লজ্জভাবে যুক্ত করেছে মনোনীত সংখ্যালঘুদের সংগে যোগসূত্রে রংশস্তে—মুমূর্ষু সমাজে যাদের কণ্ঠস্বর নেই এবং থাকতে পারেও না। চিত্ত হতে বিত্ত বড়োর হাতে যদি কৃষ্টির নিরঙ্কুশ ব্যবহারের ভার দেওয়া যায়, তবে এক বিশেষ শ্রেণীর হাতে সংস্কৃতির কতটুকু মূল্যায়ন আর রূপায়ণের প্রত্যাশা করা যেতে পারে, আর তাহলে শুদ্ধ বিগ্রহের পার্শ্বাভেরিথর মধ্যে অগ্নিশুদ্ধিতে

ডুব খাবেন তাঁরা। জনগণ সচেতন না হলে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার পুনরাভিনয়টুকুও যে করা সম্ভব নয় এই সহজ সত্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে আরো কতো সময়ের প্রয়োজন লেখকগোষ্ঠীর? এই সংশয়ের সত্যটুকুই সব উত্তর দিতে সমর্থ।

লেখকের মনে রাখতে হবে শিল্পের স্বাদ গ্রহণে সাধারণ মানুষ হয়তো অক্ষম বা আগ্রহহীন, তবু ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় জনগণের সংগে অধঃপতিত শিল্পের ভাগ্যও জড়িত। সোভিয়েত শিল্প সাহিত্য তার সমস্ত প্রশংসার সাক্ষ্য নিয়ে নানা উত্থান পতনের মধ্যে পথ করে নিয়েছে, সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছে প্রশান্ত আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ বিশ্বাস কিভাবে মহোন্নত সম্ভাবনা এনে দেয় মানুষকে এবং কেমন করে তা

আবার সাধারণের পর্যায়ে নেমে আসে। পল লিঞ্জান মন্তব্য করেছিলেন: সৃষ্টির প্রাগুষা থেকে মানুষ বেঁচে আছে, চিন্তা করছে। তুলনা একদিন না একদিন মিলবেই।

"সত্যিকারের নিরপেক্ষ শিল্পরচনা," বলেছিলেন ইলিয়া এরেনবুর্গ "শুধুমাত্র নতুন সমাজেই সম্ভব।" ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন সমাজে শিল্পী তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও সময় নিয়োজিত করতে সমর্থ হবেন তাঁর সাহিত্যকর্মে, কিন্তু সরে যাবেন না বাস্তবতার জীবন প্রবাহ থেকে। সাহিত্যিক কান পাতলেই শুনতে পাবেন এরেনবুর্গের প্রতিধ্বনি: বুর্জোয়া সমাজে সময়ের প্রাধান্য। লেখকেরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় বিশেষ জরুরী জীবনযাত্রার ওপর; বিশ্রামের সময় ও সুবিধা সেখানে মেলে না। লেখক ধীরে ধীরে অনুভব করেন বুর্জোয়াদের লেখা জটিলতার জট খোলে খামখেয়ালীভাবে এবং এই অস্বস্তিকর প্রবণতা ত্রিশগুণের প্রৌঢ়তা নিয়ে আংশিক ভাবে জীবনকে দেখে।

লেখককে তাই সন্ধি করতে হয় প্রগতির সংগে আর সেপথে রাজনীতি ভিন্ন গত্যন্তর নেই। 'চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে' শিল্পীর দিব্যদৃষ্টি সেখানে স্থির থাকতে পারে না। ফলতঃ তাঁদের কল্পনার রাজনীতির দুরূহ আকর্ষণের বহিরারোপিত বিশ্বাস স্বধর্মকে স্বীকৃতি দেয় না। যদিও এ কর্ম আপাতরম্য নয়, নব ইন্দ্রিয়বেদী শিল্পীর যোগাও, তবু যুগধর্মের শরশয্যায় স্থান করে নিতে হয়, বলতে হয়:

"আমরা দেশের প্রাণ, প্রাণ কোথা ই তুরে যা কাটে?
জনতাই জীবনের এদেশের অসীম প্রমাণ—
আকাশে মাটিতে গড়ি ভিটে।"

সহমূল্য না দিয়ে সাহিত্যে খ্যাতি চুরি করার দিন চলে যাচ্ছে। বাস্তবতা থেকে পিছিয়ে পড়ার ক্লান্তি আজ আর ক্ষমাই নয়। স্বেচ্ছা নির্বাসনের ফলশ্রুতি এখন অন্তত সকলের ক্ষেত্রেই আত্মধিক্কারে পরিণতি। বাচনিক সন্নিধির নির্ভেজাল জাদু দিয়ে পাঠকদের মন হয়তো ভোলানো চলে, স্বপ্রতিষ্ঠিত অতি চেতনার হয়তো তুলনা মিলবে না তবু সে সাহিত্য অত্যন্ত স্তিমিত ও স্বপ্নালোক আভিজাত্যে সংবৃত হয়ে থাকে, অনুরাগক রেনেসাঁসের অন্ধকারের দীপ্তি অপরূপকে চোখে লাগে। একাকিত্ব আর নৈরাশ্যের সহজ বোঝা যে সমস্ত লেখকেরা বিচিত্র আত্মিকতায় সন্ধান খোঁজেন অতীতের মধ্যে, স্বকালের প্রতিলিপি প্রস্তুত না করার প্রতিফল মেলে হাতেহাতেই।

প্রগতিশীল সমালোচনার মতে ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নে ঐতিহাসিক চেতনার প্রয়োগই প্রাথমিক শর্ত। এই উপলব্ধির নিয়ত চর্চা ও চর্যা লেখকের প্রস্তুতির সহায়। আজকে অনবদ্য সংস্কৃতি এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে হয় তাকে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের অচলায়তনে কোনো-মতে স্থান করে নিতে হবে নইলে হেনরি অ্যাডামসের ধারণা মতো তাকে তিলে তিলে গ্রাস করবে বাণিজ্যিক তথা বৈষয়িক জগৎ। আজকের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হচ্ছে সাধারণ মানুষ যারা কাঁটাতার ঘেরা বাস্তবতার চড়াই

"আমরা সৃষ্টির কবি, জীবনের নির্মাণের গান
আমাদের নিদ্রাহীন স্বপ্নে জ্বলে প্রাণের কংক্রিটে
তৃপ্তিহীন আমাদের কাজ চলে, মৃত্যুঞ্জয় দান
জীবনের কবিতার প্রতিমার প্রাণের গ্রানিটে
আকাশের ঐক্যে আর বাংলার বাতাসে সন্ধান
ঘাটে ঘাটে খুঁজে পাই, মাঠে মাঠে খড় আর ইঁটে"

উৎরাই পেরিয়ে ইতস্ততঃ চলেছে এক নতুন সমাজের অস্থহীন অভিযানে। অবশ্য যুগ অশ্লীল সাহিত্য দাবি করে, গলাসর্বস্বদের এ মন্তব্যের পেছনে হয়তো কিছু সত্য আছে। তবু সাধারণ মানুষ যে শিল্প সংস্কৃতির সমর্থক তাকে উৎসাহিত করতে হবেই। লেনিন স্পষ্টই বলেছেন: "There is no question but that in this

matter it is absolutely necessary to secure great scope for personal initiative and individual tendencies, scope for thought and fantasy, scope for form and content."

বাকপটু প্রগতিশীল সমালোচনার কাছে ধূলিমলিন পৃথিবীর ধন্যধ্বনির প্রত্যাশা আমরা করি না। কারণ সে তো বিশ্বাস করেনা ফটোগ্রাফিক প্রসাধনের গর্বিত মহিমায়। কেবল কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে জীবনসত্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে সে। এই সমালোচনা প্রশ্রয় দেয় না এমন কোনো সৃজনশীলতাকে যা রক্তপাত, ধ্বংস, লুন্ঠন, হত্যায় নেশাগ্রস্ত। সে পৃষ্ঠপোষকতা করে না ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিদ্বেষপূর্ণ সভ্যতার, স্পেংলার যাকে চিহ্নিত করেছেন 'সংস্কৃতির হত্যাকারী' বলে এবং বর্তমান চীন যাকে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলে ঘোষণা করেছে। নতুন সমাজ গঠনে লেখকের অপরিহার্য ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে কোন বিপ্লবের প্রাক্কালে কোনো নবীনও মহান সাহিত্য আমাদের আবহমান জীবনযাত্রার এক আমূল পরিবর্তন আনবে এ ধরণের আশা করাই অন্যায়। লেখকের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা অনুভূতির উৎসটি উচ্চকণ্ঠ আন্তরিকতায় হঠাৎ উদ্ভিত হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু শিল্পী ও সাধারণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আরোপিত বাধায় পার্থক্য যথেষ্ট। আধুনিক সমালোচককে তাই স্বীকার করতে হয় এ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সংগে লেখকের আত্মীয়তা অশোভনভাবে সপ্রতিভ। রাশিয়া বা ফরাসী দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচিত হয়েছে বলেই "asking the writer to tomtom the revolution" এর কোনো মানেই হয় না। সে প্রতিশ্রুতির সন্নিবেশ ঘটেছে অধ্যুষিত অবস্থানে শিল্পের ভূগোল যেখানে সতত সঞ্চরমাণ।

"মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশসাধনই শিক্ষা"।

—বিবেকানন্দ

শ্রী অশোক ভট্টাচার্য্য

১

বন্দী

অন্তরাল ; রুদ্ধকারা ; বসে আছি একান্ত একাকী ;
বাইরে ঈগল এক ; তরুণ সে—উড়তে প্রস্তুত।
রক্তাক্ত শিকার নিয়ে ডালা ঝাড়ে কখন সে পাখী
আমার এ বন্দী দিনে সঙ্গ দেয় ; জীবন কি বিচিত্র অদ্ভুত !

কিছুই করেনা সেতো : নির্বিকার অনাসক্ত আমাদের মতো
জানালায় মুখ রাখে, চোখ তুলে বাইরে তাকায়।
বুকে তার মূক ভাষা গুমরায় : আর—আর কতো
অপেক্ষায় আছো বন্ধু, ওড়ার সময় চলে যায়

আমরা বনের পাখি, গর্বিত নির্ভয় ;
উড়ে যাই যেখানে পর্বত সব মেঘেতে শ্বেতাভ,
নীলিম আকাশতলে, সেখানে সমুদ্র একা বয়
সেখানে বাতাস আমি, আমিও বাতাস শুধু, উড়ে চলে যাবো।

The Prisoner : Alexander Pushkin

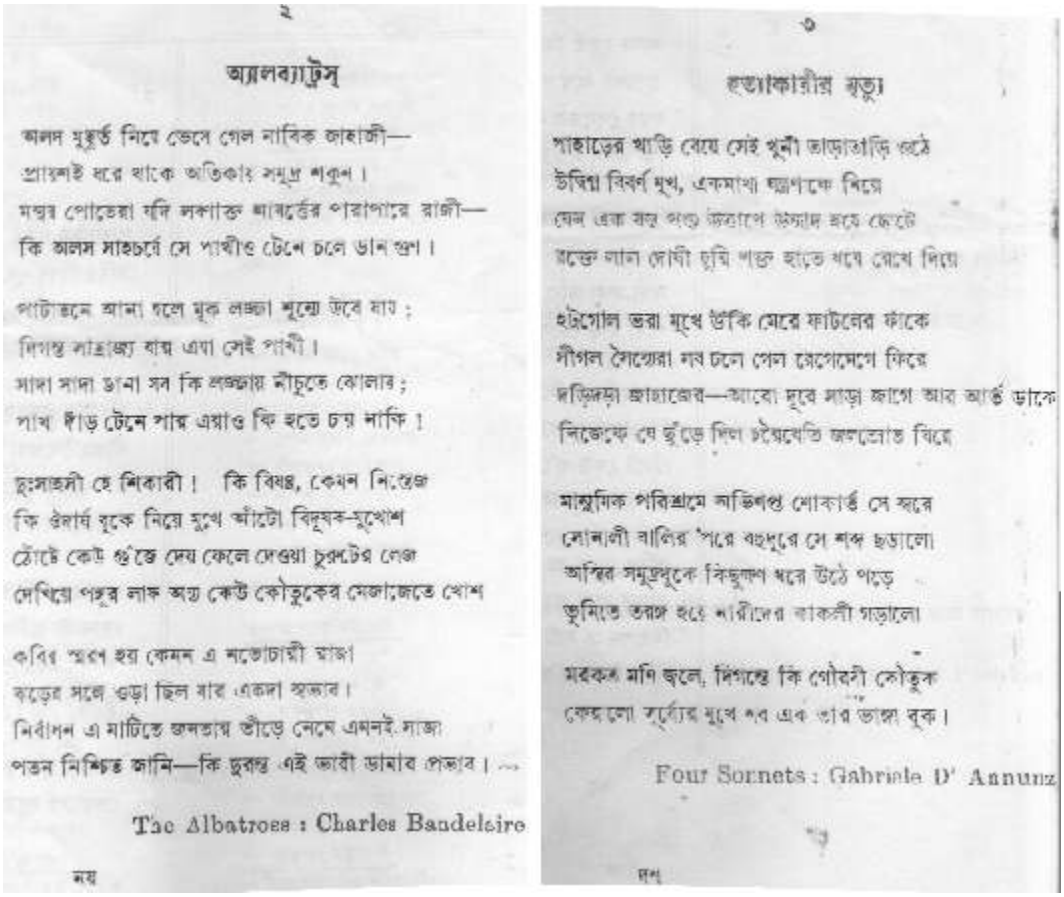

২

অ্যালবাট্রস্

অলস মুহূর্ত নিয়ে ভেসে গেল নাবিক জাহাজী—
প্রায়শই ধরে থাকে অতিকায় সমুদ্র শকুন।
মন্থর পোতেরা যদি লবণাক্ত আবর্তের পারাপারে রাজী—
কি অলস সাহচর্যে সে পাখীও টেনে চলে ডানা [illegible]।

পাটাতনে আনা হলে মূক লজ্জা শূন্যে উবে যায়;
দিগন্ত সাম্রাজ্য যার এরা সেই পাখী।
সাদা সাদা ডানা সব কি লজ্জায় নীচুতে ঝোলায়;
পাখ দাঁড় টেনে যায় এরাও কি হতে চায় নাকি!

দুঃসাহসী হে শিকারী! কি বিষণ্ণ, কেমন নিস্তেজ
কি ঔদার্য বুকে নিয়ে মুখে আঁটো বিদূষক-মুখোশ
ঠোঁটে কেউ গুঁজে দেয় ফেলে দেওয়া চুরুটের শেজ
দেখিয়ে পঙ্গুর লাফ অন্য কেউ কৌতুকের মেজাজেতে খোশ

কবির স্মরণ হয় কেমন এ মেঘচারী রাজা
ঝড়ের সঙ্গে ওড়া ছিল যার একদা স্বভাব।
নির্বাসন এ মাটিতে জনতায় ভীড়ে নেমে এমনই সাজা
পতন নিশ্চিত জানি—কি দুরন্ত এই ভারী ডানার প্রভাব। ...

The Albatross : Charles Baudelaire

নয়

৩

হত্যাকারীর মৃত্যু

পাহাড়ের খাড়ি বেয়ে সেই খুনী তাড়াতাড়ি ওঠে
উদ্বিগ্ন বিবর্ণ মুখ, এলোমাথা অগ্রপক্ষে দিয়ে
যেন এক বন্য পশু উত্তাপে উন্মাদ হয়ে ছোটে
রক্তে লাল দোষী তুমি শক্ত হাতে [illegible] রেখে দিয়ে

হট্টগোল ভরা মুখে উঁকি মেরে ফাটলের ফাঁকে
পাগল সৈন্যেরা সব চলে গেল রেগেমেগে ফিরে
দড়িদড়া জাহাজের—আরো দূরে সাড়া জাগে আর আর্ত ডাকে
নিজেকে সে ছুঁড়ে দিল [illegible] জলস্রোত ঘিরে

মানুষিক পরিশ্রমে অভিশপ্ত শোকার্ত সে স্বরে
সোনালী বালির 'পরে বহুদূরে সে শব্দ ছড়ালো
অস্থির সমুদ্রবুকে কিছুক্ষণ ধরে উঠে পড়ে
ভূমিতে তরঙ্গ হয়ে নারীদের কাকলী গড়ালো

মরকত মণি জ্বলে, দিগন্তে কি গৌরবী কৌতুক
কেঁদেছো সূর্যের মুখে শব এক তার ভাঙ্গা বুক।

Four Sonnets : Gabriele D' Annunz

দশ

৯। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের শিক্ষক রবীন্দ্র গবেষক অনুত্তম ভট্টাচার্যের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য। দীর্ঘ কবিতায় বাংলা রচনাটি ছিল 'একটি বর্ষণমুখর দিনের অভিজ্ঞতা'।
ঠিকানা: অনুত্তম ভট্টাচার্য, মীরবাজার (সুদাম পুকুর পাড়), মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮/০৪/২০১৮।

১০। নিতাই জানা, 'পোস্টমডার্ন ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা পরিচয়', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৫৪।

১১। 'বীতশোক ভট্টাচার্য স্মরণ সংখ্যা', মেদিনীপুর লিটল ম্যাগাজিন আকাদেমি, মেদিনীপুর, ২০১২, পৃ. ১০।

১২। 'দেশ' পত্রিকা, ১৭ এপ্রিল, ২০১৮, পৃ. ১৭।

১৩। সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), 'বীতশোক ভট্টাচার্য বিশেষ সংখ্যা', এবং মুশায়েরা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, কলকাতা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৩০৮।

১৪। তদেব, পৃ. ২৬০।

১৫। তদেব, পৃ. ২৬০।

১৬। ড. নিতাই জানার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছি।

ঠিকানা: ড. নিতাই জানা, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, ১২.০৬.২০১৭।

১৭। ইউ.জি.সি.-এর অর্থানুকূল্যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত আলোচনা চক্রে ভাষণরত কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের আলোকচিত্র সংযোজিত হল।

১৮। 'বীতশোক ভট্টাচার্য স্মরণ সংখ্যা', মেদিনীপুর লিটল ম্যাগাজিন আকাদেমি, মেদিনীপুর, ২০১২, পৃ: ১০-১৪।

১৯। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের বংশলতা তৈরি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন কবির পিতৃব্য শ্রী মাধবেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য।

ঠিকানা: মাধবেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, বাসন্তীতলা লেন, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর,২৬.৯.২০১৮

২০। ড. নিতাই জানার ভাষ্য অনুযায়ী এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম চোদ্দটি কবিতা 'অন্যযুগের সখা' কাব্যগ্রন্থে যুক্ত হয়েছে। 'অন্যযুগের সখ্য'-র উল্লেখপত্রে লিপিবদ্ধ আছে এইরকম – 'কবিতা নির্বাচন নিতাই জানা'।

ঠিকানা: ড. নিতাই জানা, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, ০২.০৭.২০১৭।

২১। 'অমিত্রাক্ষর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অচিন্ত মারিকের ভাষ্য অনুযায়ী এই তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ঠিকানা: শ্রী অচিন্ত মারিক, হেড পোষ্ট অফিস রোড, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ০৮/১১/২০১৭।